CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 19 November, 2019 ■ আগরতলা, ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আমিনুল হত্যা মামলায় ৬ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। ধর্মনগরের চাঞ্চল্যকর আমিনুল ইসলাম হত্যা মামলায় ছয়জনে যানবজ্জীবন কারাদন্ডের সাজা দিলেন উত্তর জেলার জেলা ও দায়রা বিচারক গৌতম সরকার। সোমবার এই সাজা ঘোষণা দেন। সাজাপ্রাপ্তরা হল কবির উদ্দিন চৌধুরী, জাকির হুসেন চৌধুরী, মুরজাদ হুসেন চৌধুরী, আনুয়ার হুসেন চৌধুরী, জসিম উদ্দিন চৌধুরী এবং জামাল হুসেন।

গত শনিবার তাদের দোষি সাব্যস্ত করেছিলেন বিচারক। সোমবার সাজা ঘোষণা করেন তিনি। এখানে উল্লেখ করা যায় জামাল হুসেন বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন বাইক দুর্ঘটনায় মারা যান। এদিকে, দোষিদের যাবজ্জীবন সাজার পাশাপশি দশ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়। অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদন্ড ঘোষণা দেন বিচারক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেপুটেশনে দিল্লী যাচ্ছেন অভিজিৎ সপ্তর্ষি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর ।। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন গোয়েন্দা বিভাগের যুগ্ম উপঅধিকর্তা হিসেবে ডেপুটেশনে যোগ দিতে যাচ্ছেন রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ সুপার এবং সাথে ভিজিল্যান্সের পুলিশ সুপারের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা আইপিএস অফিসার অভিজিৎ জয়কৃষ্ণান সপ্তর্ষি। তাই, রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ সুপার শংকর দেবনাথকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং ভিজিল্যান্সের পুলিশ সুপারের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, অভিজিৎ সপ্তর্ষি চার বছরের জন্য ডেপুটেশনে যাচ্ছেন। তাই, আজই তাঁকে ডেপুটেশনে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার।

এটিএম হ্যাক, লুকআউট নোটিশ হ্যাকারদের বিরুদ্ধে, টাকা ফেরতের আশ্বাস দিল ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। রাজ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনায় পুলিশ হ্যাকারদের চিহ্নিত করতে পেরেছে। তারা তুরস্কের বাসিন্দা। তাদের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ২৮টি মামলা হয়েছে ব্যাঙ্ক প্রতারণার।

সদরের এসডিপিও ধ্রুব নাথ জানিয়েছেন, প্রত্যেকের টাকা ব্যাঙ্ক ফেরত দেবে। কারণ, সমস্ত ঘটনায় ওটিপি দেওয়ার মতো কোনও কিছু হয়নি। এক্ষেত্রে হ্যাকাররা এটিএম-এ স্ক্যানার লাগিয়ে টাকা হাতিয়েছে। তাঁর দাবি, আরবিআই-এর নির্দেশিকা মোতাবেক ওটিপি না দিলে প্রতারণার সমস্ত ঘটনায় আমানতকারীর টাকা ব্যাঙ্ক ফেরত দিতে বাধ্য। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার দিব্যেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, এ-ধরনের ঘটনায় ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। সেই মোতাবেক আবেদন জানালে গ্রাহকদের খোয়া যাওয়া টাকা ফেরত দেওয়া হবে। দুঃশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, অভয় দিয়ে বলেন তিনি।

রাজ্যে গত কয়েকদিনে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গ্রাহকদের প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা লুটে নিয়ে গেছে হ্যাকাররা। পশ্চিম আগরতলা থানায় মোট ২৮টি মামলা হয়েছে ব্যাঙ্ক প্রতারণার। এই ঘটনায় সোমবার দিনভর স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার বিভিন্ন শাখায় গ্রাহকরা এটিএম ব্লক করার জন্য হাজির হন। পুলিশ এই জালিয়াতির ঘটনায় ৪-টি এটিএম চিহ্নিত করতে

হ্যাকার ফেতাহ্ আলদেমির এবং হাকান জানবোর্কান

পেরেছে। গত ৩ নভেম্বর বটতলা, ইন্দ্রনগর, কামান চৌমুহনি স্টেট ব্যাঙ্ক অভ ইন্ডিয়ার এটিএম কাউন্টার এবং পোস্ট অফিস চৌমুহানিস্থিত ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে যারাই টাকা তুলেছেন তাঁদের এটিএম হ্যাক হয়েছে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার দিব্যেন্দু চৌধুরী আজ বলেন, যে এটিএম কাউন্টার থেকে হ্যাক হয়েছে সেই কাউন্টারে যাঁরা গেছেন তাঁদের সকলের এটিএম আপাতত ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি সন্দেহজনক এটিএম কাউন্টারে যাঁরা গেছেন তাঁদের এটিএমও ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, নিরাপত্তার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্যের সমস্ত এটিএম কাউন্টারে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে এটিএম হ্যাক হওয়ার নতুন কোনও ঘটনা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে না।

এদিকে আজ সদরের এসডিপিও ধ্রুব নাথ জানিয়েছেন, এটিএম হ্যাক করে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির সাথে তুরস্কের দুই বাসিন্দার যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে আসাম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ লুকআউট নোটিশ জারি করেছে। তাদের নাম ফেতাহ্ আলদেমির এবং হাকান জানবোর্কান। তাঁর দাবি, খুব শীঘ্রই তাদের জালে তোলা সম্ভব হবে। এদিন তিনি জানান, পুলিশের সাইবার সেল খুব তৎপরতার সাথে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ত কেলেঙ্কারি

বাদলকাণ্ডে সমস্ত রেকর্ড তলব করেছে উচ্চ আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। বাদলকাণ্ডে নয়া মোড় এসেছে। ফের উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন পূর্ত কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত বাদল চৌধুরীর আইনজীবীরা। এবার এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে রিট পিটিশন জমা দিয়েছেন তাঁরা। ওই আবেদনের উপর সোমবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে শুনানি হয়েছে। প্রধান বিচারপতি আগামী ২৬ নভেম্বর ওই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন। ওইদিন পূর্ত কেলেঙ্কারির সমস্ত রেকর্ড তলব করেছেন তিনি।

এ-বিষয়ে আজ বাদল চৌধুরীর আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মণ বলেন, পূর্ত কেলেঙ্কারিতে বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে এফআইআর-এর চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কারণ, বাদল চৌধুরী কোন অপরাধ করেছেন এফআইআর-এ তার উল্লেখ নেই। তাই উচ্চ আদালতের কাছে এফআইআর-টি বাতিল করার আবেদন জানানো হয়েছে, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, আগামী ২৬ নভেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন অ্যাডভোকেট জেনারেলকে সমস্ত রেকর্ড দাখিল করতে বলেছে আদালত।

আজকের শুনানি নিয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক বলেন, পূর্ত কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত বাদল চৌধুরীর জামিন আবেদনের সময় তাঁর আইনজীবী কোনও অপরাধ হয়নি বলে সওয়াল করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলাও হতে পারে না বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্র ঃ শরদ-সোনিয়ার বৈঠকেও হয়নি সমাধান

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের বিষয়ে রাজনৈতিক সমীকরণ নির্ধারণ করতে সোমবার সন্ধ্যায় কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে বৈঠক করলেন রাষ্ট্রবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) শরদ পাওয়ার। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে চলে দুই নেতৃত্বের এই বৈঠক হয়। বৈঠকের পর শরদ পাওয়ার জানান, মহারাষ্ট্রে শিবসেনার সঙ্গে সরকার গড়ার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও আলোচনা হবে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, কিছু ইস্যু আমাদের চিহ্নিত করতে হবে।

জানা গিয়েছে, তবে আসন্ন বৃহৎমুম্বই পুরনিগম নির্বাচনে কংগ্রেস বা এনসিপি কোন দলই প্রার্থী দিচ্ছে না। আর এ থেকে একটা জোটের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে পুরনিগমটি শিবসেনার দখলে রয়েছে।

সোমবার বৈঠকের পর কংগ্রেসের মিডিয়া প্রভারি রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা টুইট করে এই বৈঠকের কথা জানিয়ে বলেন, "ঠিক হয়েছিল যে, দু একদিনের মধ্যে, রাস্তা খুঁজতে বৈঠক করবেন এনসিপি ও কংগ্রেস নেতারা"। পরিষ্কার যে, শিবসেনার সঙ্গে জোটে যাচ্ছে কংগ্রেস। ফর্মূলা যেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে তা হল, শিবসেনার মুখ্যমন্ত্রী, এবং এনসিপি ও কংগ্রেসের একজন করে উপমুখ্যমন্ত্রী থাকবেন।

শিবসেনা ও কংগ্রেসের মধ্যে সেতুবন্ধনের ভূমিকায় আবির্ভুত হন অন্যতম রাজনৈতিক নেতা শরদ পাওয়ার, শিবসেনার জন্য দরজা খোলার জন্য একাধিকবার সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে খবর। দিল্লিতে শরদ পাওয়ারকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি মনে করেন, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, এনসিপি, কংগ্রেসের সরকার হবে"?

তিনি বলেন, "আলাদাভাবে লড়েছে বিজেপি-শিবসেনা, আলাদা লড়েছে এনসিপি-কংগ্রেস, আপনি কীভাবে সেটা বলতে পারেন? তাদের নিজেদের রাস্তা নিজেদেরই খুঁজে বের করতে হবে। আমরা আমাদের নিজেদের রাস্তায় রাজনীতি করব"।

নোয়াগাঁওয়ে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী দ্বাদশ পড়ুয়া ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। বাবা-মায়ের অবর্তমানে নিজেদের বাড়িতেই গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন নাবালিকা। দ্বাদশ পড়ুয়া ওই ছাত্রীর আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আগরতলার জিবি হাসপাতাল ফাঁড়ি পুলিশ জানিয়েছে, নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা ঘোষ সোমবার ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার বাবা সুখলাল ঘোষ পেশায় নির্মাণশ্রমিক এবং তার মা পরিচারিকার কাজ করেন। পুলিশের বক্তব্য, মৃত বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন। আজ সকালে তারা দুজনেই কাজে বেরিয়ে যান। এই সুযোগে প্রিয়াঙ্কা নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেন। তার মা বাড়ি ফিরে মেয়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখে চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা ছুটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমরপুরে যান সন্ত্রাসে গুরুতর আহত দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ নভেম্বর ।। যান সন্ত্রাস যেন এই রাজ্যে একটি অভিশান । প্রতিদিন কোনো না কোনো স্থানে যান দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে। সোমবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মোটর চালিত রিক্সা এবং একটি ইট ভাট্টার মাল বহনকারী গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই জন।

ঘটনা অমরপুর বিওসি সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অমরপুর মোটরস্ট্যান্ড থেকে চন্ডিবাড়ির দিকে আসছিলো মোটর চালিত রিক্সাটি অপরদিকে মোটরস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিলো টিআর০৩বি-১৮২৪ নম্বরের মালবাহী গাড়িটি। মহকুমার পুরাতন বিওসি সংলগ্ন এলাকায় আসতেই রিক্সা এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে রিকশা আরোহ ছিটকে পড়ে যায় রাস্তায়। সাথে সাথে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এসে গুরুতর অবস্থায় গীতা সরকার (৫০) নামে ওই মহিলাকে নিয়ে যায় অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সুদীপ হত্যা মামলা

জেল হেপাজতে টিএসআর অ্যাঃ কমান্ডেন্ট লকআপে কেন রাখা হল জানতে চাইল কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। সাংবাদিক সুপীদ দত্ত ভৌমিক হত্যা মামলায় আটক টিএসআর দুই নম্বর ব্যাটেলিয়ানের অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট স্বরুপানন্দ বিশ্বাসকে ৪ দিনের রিমান্ড শেষে সোমবার পুনরায় পশ্চিম জেলার মুখ্যবিচার বিভাগীয় আদালতে তোলা হয়।

এদিন, স্বরূপানন্দ বিশ্বাসের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত এবং জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বর তাকে পুনরায় আদালতে তোলার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাছাড়া স্বরূপানন্দ বিশ্বাসকে কেন সিবিআই হেপাজতে না রেখে পুলিশ লকআপে রাখা হয়েছে তা আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে আদালতকে জানাতে বলেছেন বিচারক। স্বরুপান্দ বিশ্বাসের আইনজীবী মৃণালবাবু জানিয়েছেন, সিবিআই'র আইনজীবী আদালতকে বলেছেন স্বরূপানন্দ বিশ্বাসকে মূলত গ্রেপ্তার করা হয়েছে বোধজংনগর থানায় দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে।

যদিও, এই এফআইআর মূলে গৃহীত মামলার তদন্ত করার জন্য রাজ্য সরকার ইতিপূর্বে সিট গঠন করেছিল। সেই সিট আদালতে চার্জশিটও দাখিল করেছে। চারজনের স্বাক্ষীও নেওয়া হয়েছে আদালতে। চলছে বিচার প্রক্রিয়া।

সোমবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদেকে শপথ বাক্য পাঠ করান। ছবি-পিআইবি।

এডিসিকে অধিক ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ রাজ্যের সাংসদ ও বিধায়কদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর ।। এডিসিকে অধিক ক্ষমতায় দেওয়ার দাবিতে কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রির সাথে দেখা করলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা। তাঁদের সাথে ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক পরিমল দেববর্মা এবং বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। বৈঠকে এডিসির অধীক ক্ষমতায়নে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ইতিবাচক সাড়া মিলেছে বলে দাবি করেন প্রতিমা ভৌমিক। তিনি জানান, আগামীকাল সংসদ ভবনে এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে স্ববিস্তারে আলোচনা হবে।

প্রসঙ্গত, এডিসি নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। ফলে, নির্বাচনের আগেই ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে রূপান্তর করতে চাইছে শাসক দল বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে রূপান্তরের অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু, সংবিধান সংশোধন ছাড়া এই টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে এডিসিকে রূপান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না। সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনী বিল আনার ক্ষেত্রে এডিসির প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের মতামত জানতে চেয়েছে। সে মোতাবেক ১৫টি প্রশ্নমালা রাজ্যের মুখ্য সচিবকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

আজ নয়াদিল্লিতে রাজ্যের তিন বিধায়ককে সাথে নিয়ে দুই সাংসদ কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডার সাথে দেখা করেছেন। তাঁদের ওই সাক্ষাতে এডিসি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দিল্লি থেকে টেলিফোনে সাংসদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিশেষ পরিকল্পনা নিতে নিগমকে নির্দেশ উপমুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলি সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

সোমবার মহাকরণের ১ নম্বর কনফারেন্স হল-এ ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করার সময় উপমুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ দেন। সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে হুকলাইন-মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হুক লাইন ছিন্ন করতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এবং হুক লাইন ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

সভায় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ কুমার বলেন, রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আধুনিকীকরণের জন্য এডিবি প্রকল্প, বিশ্বব্যাঙ্ক, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামজ্যোতি যোজনা, ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট স্কিম, নর্থ ইস্ট স্পেশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্কিম ইত্যাদি প্রকল্পে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আধুনিকীকরণ ও উন্নীতকরণে যে সকল কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রতিমাসে এই কর্মসূচিগুলির অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। পর্যালোচনা সভায় প্রি-পেড মিটার স্থাপনের টেন্ডার প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

সভায় এছাড়াও ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন নিগমের চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড় এমএস কেলে। সভায় মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএবি'র বিরোধীতায় খুমুলুঙে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল তথা সিএবি সংসদে পাশ না করানোর দাবিতে উপজাতি ছাত্র সংগঠন টিএসএফ সোমবার ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ সদর কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে। নর্থ ইস্ট টুডেন্টস অগানাইজেশন এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করছে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে। তাদের সমর্থনেই ত্রিপুরায় ছাত্র সংগঠন টিএসএফ প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়। শীতকালীন অধিবেশনেই সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬ সংশোধনের উদ্যোগগ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সংশোধনী পাশ হয়ে গেলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ অন্যান্য দেশ থেকে ধর্মীয় সংঘাতের কারণে উচ্ছেদ হয়ে ভারতে আসা লোকজনদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা সম্ভব। এরই প্রতিবাদে গোটা দলে বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়েছে উপজাতি ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন। উত্তর পূর্বাঞ্চলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ৪২ ◻ ১৯ নভেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ২ অগ্রহায়ণ ◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ব্যাংকের টাকা হাওয়া

নিরাপদ আশ্রয়স্থলেও যদি দুর্বৃত্তদের হাত প্রসারিত হয় তাহা হইলে মানুষ কোথায় দাঁড়াইবে? ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াও রেহাই নাই। লুঠ করিয়া নিতেছে হ্যাকাররা। তাও আবার দেশের শীর্ষ ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায়। গত কয়েক দিন লক্ষ লক্ষ টাকা ডাকাতি হইয়াছে এসবিআই'র এটিএম কাউন্টার হইতে। এসবিআই একাউন্ট হইতে টাকা হাতাইয়া নেওয়ার তিনদিন অতিক্রান্ত হইবার পরও রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা অন্ধকারেই হাতরাইতেছে। এখন পর্য্যন্ত এসবিআইয়ের কয়েকজন গ্রাহকের এটিএম হইতে প্রায় কোটি টাকা তুলিয়া নিয়াছে। রাজ্যের সাইবার ক্রাইম শাখার প্রাথমিক তদন্তে বাহির হইয়া আসিতেছে মূলত হ্যাকাররা কলকাতার বিধাননগর হইতে কাজ করিতেছে। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার সাহায্য চাহিয়াছে ত্রিপুরা পুলিশ। বহিঃরাজ্যের হ্যাকারদের দৌরাত্ম্যে ত্রিপুরার গ্রাহকরা রীতিমতো আতংকিত। ব্যাংক পরিষেবার সুযোগ অনেক বেশী সম্প্রসারিত হইয়াছে। আধুনিক জীবনে এটিএম পরিষেবা তো তুলনাহীন। কিন্তু যদি গ্রাহকদের গচ্ছিত অর্থ লুঠ হইয়া যায় তাহা হইলে ইহাকে তো সর্বনাশা কান্ড বলিয়াই ধরিয়া নিতে হইবে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতিরই অঙ্গ এই এটিএম পরিষেবা। এক্ষেত্রে যদি গ্রাহকদের টাকা নিরাপদ না থাকে তাহা হইলে ব্যাংকিং পরিষেবা বা সিস্টেমের উপরই প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিবে। ব্যাংকে টাকা রাখিবার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার গ্যারান্টিই তো মুখ্য। তাহাই যদি অনিশ্চিত হইয়া পড়ে সেখানে ব্যাংকিং পরিষেবার যে গর্ব তাহা শুধু ধুলায় লুটাইবে না মানুষের অবিশ্বাসের ছায়ায় ব্যাংককে লাটে উঠিতে হইতে পারে। প্রযুক্তির উন্নতির সার্থকতা তখনই দেখা দিবে যদি গ্রাহকদের গচ্ছিত অর্থ ব্যাংকে পূর্ণ নিরাপদে থাকে।

অতীতে ব্যাংক পরিষেবার চরম অভিজ্ঞতা দেশবাসীর আছে. ব্যাংক গুলি ছিল বেসরকারী মালিকানাধীন। ব্যাংক ফেল মারিলে গ্রাহকদের মাথায় বাজ পড়িত। এই অবস্থার হাত হইতে মুক্তি দিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ব্যাংক জাতীয়করণ করেন। ব্যাংক যখন সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়ে তখন গ্রাহকদের গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তাও বাড়িয়া যায়। ব্যাংক পরিষেবার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যাংকের উপর মানুষের বিশ্বাস ও নির্ভরতা বাড়ে। রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে ব্যাংকের দায়িত্ব ও ভূমিকা বাড়িয়া চলে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ব্যাংক পরিষেবার কম্পিউটার সংযোজিত করিয়া আরেকটি বিপ্লব সংঘটিত করেন। তখন বামপন্থীরা কম্পিউটার চালুর তীব্র বিরোধীতা করিয়া আন্দোলনে নামিয়াছিলেন। আজ এই বামপন্থীরাও কম্পিউটার ছাড়া চোখে পথ দেখেন না। ব্যাংকগুলির উপর লুটতরাজও কম হয় নাই। বড় বড় কর্পোরেট মালিকরা হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়া পগারপাড় হইয়াছে। এইসব ধনি শিল্পপতিরা তো ঋণ নেওয়ার নামে হাজার কোটি টাকা লুটই করিয়াছে। সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনও ব্যবস্থাই নিতে পারে নাই। টাকা ফেরৎ তো দূরের কথা। অথচ সমাজের গরীব অংশের মানুষকে ব্যাংক ঋণ নিতে হইলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও হয় না। সরকার সহজ শর্তে ঋণের ঘোষণা দিলেও বাস্তব ঠিক উল্টো। দিনে দিনেই ব্যাংকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বাড়িলেও গরীব অংশের মানুষ এখনও চরম বঞ্চিত। গরীব মানুষের জন্য ব্যাংকের কোনও ছাড় নাই। অথচ কর্পোরেটদের হাতে কোটি কোটি ঋণ দিয়া আখেরে তো লাভ হয় নাই কিছু।

ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা নিয়াও দুঃশ্চিন্তার শেষ নাই গ্রাহকদের। কেন্দ্রীয় সরকার কোন সময় ব্যাংকের কোন নিয়ম সংযোজিত করেন বলা মুশকিল। দিনে দিনেই তো সুদের হার কমাইয়াই চলিয়াছে ব্যাংক। কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাংকের বড় ধরনের সংস্কারের বিষয় চিন্তাভাবনা করিতেছেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকের দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। গ্রাহকদের গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা ব্যাংককে করিতে হইবে। এই দায় ব্যাংক অস্বীকার করিতে পারিবে না।

সংশোধনী

গতকাল সোমবার জাগরণ এর দ্বিতীয় পাতায় সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম পড়িতে হইবে 'প্রচার মাধ্যমে অন্তঃসার শূণ্যতা'। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

স্বস্তিতে উপত্যকাবাসী শ্রীনগর-বানিহালের মধ্যে শুরু হল ট্রেন পরিষেবা

শ্রীনগর, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): বহু দিনের প্রতীক্ষার পর অবশেষে স্বস্তিতে উপত্যকাবাসীঊ শ্রীনগর-বানিহালের মধ্যে সোমবার থেকে চালু হল ট্রেন পরিষেবাঊ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ এবং ৩৫ এ বিলোপ করার পর, গত ৫ আগস্ট থেকে শ্রীনগর-বানিহাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলঊ ১০৪ দিন পর সোমবার থেকে পুনরায় শুরু হল শ্রীনগর-বানিহাল ট্রেন পরিষেবাঊ সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার আগে, রবিবার ট্রেনের ট্রায়ালও হয়েছিলঊ

বিগত তিন মাস ধরে কাশ্মীরে সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল রেল পরিষেবাঊ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের পরে, সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কার কারণে রেল পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছিলঊ গত ৫ আগস্ট থেকে উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের বানিহালের মধ্যে রেল পরিষেবা বন্ধ ছিলঊ চলতি মাসের ১০ তারিখ ট্রেন পরিষেবা শুরু করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং ১১ নভেম্বর ট্রেন পরিষেবা চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলঊ অবশেষে সোমবার থেকে শুরু হল শ্রীনগর-বানিহাল ট্রেন পরিষেবা।

আগামী ২৭ নভেম্বর হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার রায় ঘোষণা

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : বহু আলোচিত হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার মামলায় আগামী ২৭ নভেম্বর রায় ঘোষণা করতে চলেছে আদালত। টানা চারদিন ধরে ধরে চলা শুনানির শেষে রবিবার মামলার রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেন বিচারক। প্রায় দেড় বছর ধরে চলা শুনানির শেষে রবিবার ঢাকার সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল রায় ঘোষণার দিন ধার্য করে। রায়দানকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জল্পনা। রাজধানী ঢাকা-সহ আশপাশের নিরাপত্তা আর বাড়িয়ে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন শুনানি শেষে সরকারি কেঁসুলি গোলাম সারওয়ার আশা প্রকাশ করেন যে দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দেবে আদালত। পালটা আসামি পক্ষের আইনজীবী মহম্মদ দেলোয়ার হোসেনের বক্তব্য, তাঁরা ন্যায় চান। অভিযুক্তদের ফাঁসানো হয়েছে। এই মামলায় গ্রেফতার আট জঙ্গির নাম হচ্ছে- রাশেদ, রাকিবুল ইসলাম ওরফে রিগ্যান, জাহাঙ্গীর আলম ওরফে রাজীব গান্ধী, মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান, হাদিসুর রহমান ওরফে সাগর, আবদুস সবুর খান ওরফে সোহেল মাহফুজ ওরফে হাতকাটা মাহফুজ, শরিফুল ইসলাম খালেদ ও মামুনুর রশিদ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ১ জুলাইর রাতে ঢাকার গুলশনে হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। সেখানে উপস্থিত অতিথিদের পণবন্দি বানায় হামলাকারীরা। ওই রাতেই অভিযান চালাতে গিয়ে দুই পুলিশকর্মী নিহত হন। পরদিন সকালে সেনা কমান্ডোদের অভিযানে পাঁচ জঙ্গি-সহ ছয়জন নিহত হয়। পরে পুলিশ ১৮ বিদেশি-সহ ২০ জনের দেহ উদ্ধার করে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান একজন রেস্তরাঁকর্মী। হামলার আড়াই বছরের মাথায় গত বছরের ২৩ জুলাই আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ। এরপর ওই বছরের ২৬ নভেম্বর আট আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় মামলার বিচার।

ইন্দিরা - ভারতের এক অধ্যায়

।। তাপস দে।।

বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তির প্রতীক ইন্দিরা গান্ধী।
সমস্যার সামনে হার না মানার ইন্দিরা গান্ধী।
রাজনৈতিক জীবনে "Iron lady" ইন্দিরা গান্ধী।
বাচ্চাদের মাঝে ছোট্ট বেলায় ফিরে যাওয়ার ইন্দিরা গান্ধী।
আমেরিকাকে দিনের বেলায় তারা দেখিয়ে দেওয়ার ইন্দিরা গান্ধী।
এক নতুন ভারতের ভাগ্য লেখার ইন্দিরা গান্ধী।
দেশের জন্য নিজের রক্ত বইয়ে দেওয়ার ইন্দিরা গান্ধী।

পিতা জওহরলাল নেহরু। মাতা কমলা নেহরুর একমাত্র কন্যা ভারতমাতা প্রিয়দর্শিনী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। জওহরলাল নেহরুর পিতা মতিলাল নেহরু তখন এলাহাবাদের নামজাদা উকিল ও জননেতা ছিলেন। এলাহাবাদের আনন্দ ভবনে প্রিয়দর্শিনী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম হয় ১৯/১১/১৯১৭ সালে। এক মহান পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও জীবনে খুব লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়েছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। ছোটবেলা থেকেই প্রায় নিঃসঙ্গতায় ভুগতে হয়েছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। মা কমলা নেহরু সারা বছরই প্রায় অসুস্থতায় ভুগতেন। পিতা জওহরলাল নেহরু বেশির ভাগ সময়ই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন নতুবা ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা জেল বন্ধী থাকতেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সারা দিন বাড়িতে একাই থাকতেন। ছোটবেলা থেকেই ইন্দিরা গান্ধী যুক্ত ছিলেন রাজনীতির সঙ্গে। বাড়ির একমাত্র মেয়ে বলে সবাই তাকে খুব ভালোবাসতেন তা সত্ত্বেও তিনি খুব নিঃসঙ্গতায় ভুগতেন। জওহরলাল নেহরুর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রভাব মেয়ে ইন্দিরার উপর ও পড়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী শৈশবে কখনও পুতুল দিয়ে খেলেননি। শৈশবে তিনি ছোটদের নিয়ে একটা বানরসেনা গঠন করেছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর চিন্তা ছিল তার মেয়ের পড়াশুনা নিয়ে। তিনি ইন্দিরা গান্ধী কে পুনের এক বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেন। এর ঠিক তিন বছর পর ১৯৩৪ ইংরেজি ইন্দিরা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত শান্তিনিকেতনে পড়তে চলে যান। তখনই জজ্ঞা রোগে আক্রান্ত কমলা নেহরু কে চিকিৎসার জন্য পণ্ডিত নেহরু সুইজারল্যান্ড নিয়ে যান। অবশেষে ২৮/০২/১৯৩৬ ইং কমলা নেহরু সুইজারল্যান্ডে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষ সময়ে ইন্দিরা গান্ধী তার মায়ের মুখখানি ও দেখতে পাননি। ইন্দিরা গান্ধী দুঃখে কষ্টে ছট ফট করছিলেন। কিন্তু জীবনের এই দুঃখ কষ্ট গুলিই তাকে আর দৃঢ় করে তুলেছিল জীবনের পথে এগিয়ে যেতে। ১৯৩৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী তার উচ্চশিক্ষার জন্য "Oxford University" তে পড়তে চলে যান। তখন পণ্ডিত নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে কথা বার্তা হতো চিঠির মাধ্যমে। বাবার চিঠি শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধী কে ভারত সম্পর্কে জানাননি। তাকে ভেতর থেকে একদম শক্ত করে তুলেছিল, যা নাকি 'Letter to her daughter/ Nehru letter' নামে পরিচিত। ১৯৪১ সালে Oxford থেকে পড়া শেষ করে ভারতে ফিরে আসেন। মেয়ের দেশে ফিরে আসাতে নেহেরু খুবই খুশি ছিলেন। কিন্তু তখনি ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে একটি কথা জানান যা শুনে তিনি খুব চমকে গেলেন। যে ফিরোজ গান্ধী অসুস্থ কমলা নেহরুর সেবা করেছিলেন যে ফিরোজ তার School of Economics এর পড়া শেষ না করেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেই ফিরোজ গান্ধী কে ইন্দিরা গান্ধী নিজের জীবন সঙ্গি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ফিরোজ গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধীর দেখা হয় লন্ডনে থাকাকালীন সময়ে, এবং সেখানেই তারা একজন আরএকজনকে পছন্দ করতে লাগলেন। কিন্তু ফিরোজ গান্ধীর সাহস হচ্ছিলনা নেহরুকে তাদের ভালোবাসার কথা জানানোর। শেষে ইন্দিরা গান্ধী নিজেই তার পিতাকে তাদের ভালোবাসার কথা জানান এবং বলেন তিনি ফিরোজ গান্ধী কে বিয়ে করতে চান। তার কথা শুনে নেহরু খুবই রেগে গিয়েছিলেন এবং এনিয়ে তাঁদের বাড়িতে খুব মনোমালিন্য হয়। কারণ নেহরু ছিলেন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ এবং ফিরোজ গান্ধী ছিলেন পার্সি। অবশেষে বাধ্য হয়ে নেহরু বলেন যদি গান্ধীজি এই বিয়ের জন্য রাজি হন তবেই এই বিয়ে সম্ভব। প্রথমে গান্ধীজি একদমই রাজি ছিলেননা। পরে অনেক যুক্তির পর তিনি বিয়ের জন্য মতামত দেন। পণ্ডিত নেহরু চাননি যে ইন্দিরা গান্ধী এত তারাতারি বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন করুক। গান্ধীজি ও তাকে এই কথাই বুঝিয়ে ছিলেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী একদম দেরি করতে চাননি।

অবশেষে ২৬/০৩/১৯৪২ ইংরেজি ফিরোজ গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধীর বিয়ে হয়। নেহরুর নিজ বাড়ি আনন্দ ভবনেই ফিরোজ গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধীর বিয়ে হয়। বিয়েতে ইন্দিরা যে গুলাপি রং এর শাড়িটি পড়েছিলেন সেটি পণ্ডিত নেহরু জেলে বসে নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। সেই শাড়িতে ইন্দিরা গান্ধীকে খুবই সুন্দর লাগছিল। ফিরোজ গান্ধী ধুতি, পাঞ্জাবী, ও গান্ধী টুপি পরে ছিলেন। এই বিয়ের পরেই ইন্দিরা নেহরু হয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। পণ্ডিত নেহরুই কন্যাদান করেন। যখন মেয়ের বিদায়ের সময় এল তখন নেহরু ভীষণ আবেগপ্রবন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মেয়ে ইন্দিরাকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন। বিয়ের পরই ইন্দিরা গান্ধী ও ফিরোজ গান্ধী কে মধুচন্দ্রিমায় চলে যান কাশ্মীরে। কাশ্মীর থেকে ফিরলেই সদ্য বিবাহিত স্বামী — স্ত্রী কে ধরে নিয়ে জেলে বন্ধিকরে রাখেন ব্রিটিশ সেনারা। ১৩ মাস অর্থাৎ ১ বৎসরের ও বেশি সময় জেলে বন্ধী রাখা হয় ফিরোজ গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধী কে। ২২/০৮/১৯৪৪ ইংরেজি রাজীব গান্ধীর জন্মের সঙ্গে বেড়ে ওঠে ইন্দিরা গান্ধীর পরিবার। এর ঠিক ২ বছর পর, ১৪/১২/১৯৪৬ ইংরেজি সঞ্জয় গান্ধীর জন্মের পরই ইন্দিরা গান্ধীর পরিবার সম্পূর্ণ হয়ে যায়। পণ্ডিত নেহরু রাজীব ও সঞ্জয় এর আগমনে খুবই খুশি ছিলেন তিনি দুটি খেলনা পেয়েছিলেন। ১৫ অগাস্ট, ১৯৪৭ সময়ছিল দেশ স্বাধীনের। মধ্যরাতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভাষণ দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ফিরোজ গান্ধী লখনউতে "National Herald" এর এডিটর পদে নিযুক্ত হন এবং ইন্দিরা গান্ধী ও লখনউ চলে আসেন। কিন্তু দিল্লি তার পিতার কাছে আসা যাওয়া তার লেগেই থাকতো। এনিয়ে ফিরোজ গান্ধী ও ইদিরা গান্ধীর মধ্যে খুব অশান্তি হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী খুবই অসহায় ছিলেন স্বামীর প্রতি যেমন তার কর্তব্য ছিল ঠিক সেরকমই তার পিতার প্রতিও তার সমান কর্তব্য ছিল। কোনটাই ছাড়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুধু ইন্দিরা গান্ধী বলে কেন কোন মেয়ের পক্ষেই হয়ত এটা সম্ভব নয়। ১৯৫২ সালের লোকসভা নির্বাচনে পণ্ডিত নেহরু ফিরোজ গান্ধী কে রাইবারেলি থেকে টিকিট দেন এবং তিনি জিতেও যান।

পণ্ডিত নেহরুর ইচ্ছা ছিল ফিরোজ গান্ধী ও ইন্দিরা গান্ধী যেন তার সঙ্গে দিল্লি থেকে যান। কিন্তু ফিরোজ ঘর জামাই হতে মোটেও রাজি ছিলেননা। ইন্দিরা গান্ধী স্বামী ও পিতা দুজনের মধ্যে সমানভাবে চলার চেষ্টা করতে থাকেন। রাজীব ও সঞ্জয় গান্ধীকে ফিরোজ গান্ধীর পছন্দের স্কুলে ভর্তি করা হয়।

ইন্দিরা গান্ধী তখন সক্রিয় রাজনীতিতে নেমে পড়েছিলেন, ১৯৫৯ সালে প্রথমবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়েছিলেন। তখন ইন্দিরা গান্ধীর অগ্নিপরীক্ষার সময় ছিল। স্বামী তার থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন, ফিরোজ গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী কে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে পিতা অথবা স্বামীর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে। ইন্দিরা গান্ধী অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। না তিনি অসুস্থ একা পিতাকে ছাড়তে পারবেন না স্বামীকে। ইন্দিরা গান্ধী খুব বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন লোকসভায় ও তিনি খুব দৃঢ় ভাবে কথা বলতেন। ফিরোজ গান্ধী তার ছেলে রাজীব ও সঞ্জয় থেকে দূরে চলে যাচ্ছিলেন। এরি মধ্যে ফিরোজ গান্ধীর প্রথন Heart Attack হয়, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী পরিবার সহ ফিরোজ গান্ধী কে নিয়ে কাশ্মীরে চলে যান। কাশ্মীর থেকে ফিরলে সব ঠিক হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু ইদিরা গান্ধীর ভাগ্যে তা ছিল না। ৮/০৯/১৯৬০ ইংরেজি ফিরোজ গান্ধীর তৃতীয় বারের মতো Heart Attack হয় এবং তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ইন্দিরা গান্ধী বিধবা হয়ে যান। স্বামী হারানোর দুঃখ ভোলার আগেই ২৭ মে ১৯৬৪ সালে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ইন্দিরা পাথর হয়ে যায়। তখন ইন্দিরা গান্ধীর দুই ছেলে রাজীব ও সঞ্জয়ই ছিল তাঁর সবকিছু, ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দুইছেলেকে খুব ভালোবাসতেন। পিতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর দুঃখী ইন্দিরাঙ্গ গান্ধী কে বোঝান তৎকালীন নতুন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তখন ইন্দিরা গান্ধীর অবস্থা খুব একটা ভালোছিল না, ৮ বছরের মধ্যে পিতা ও স্বামীকে হারিয়ে খুবই ভেঙ্গে পড়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কে তাঁর ক্যাবিনেটের তথ্য সম্প্রশ্বারন মন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১১/০১/১৯৬৬ ইংরেজি লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়। গুলজারিলাল নন্দা তখন সাময়িক প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু সে সময় কংগ্রেস সভাপতি কে. কামারাজ পার্টির মধ্যে বিরুধ থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর জন্য ইন্দিরা গান্ধীর নাম পাঠিয়ে দেন।

নতুন — অধ্যায় — প্রধানমন্ত্রী

২৪ জানুয়ারী, ১৯৬৬ ইংরেজি ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রথন মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহন করেন

ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন তাঁর বিরোধীরাও ঠিক করে নেন যেন — তেন প্রকারে তাকে হামলা করতেই হবে। এমুন কী তাকে "গুঙ্গি গুরিয়া" ও বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি কাজের মাধ্যমে "গুঙ্গি গুরিয়া" থেকে "Iron Lady" হয়ে উঠেছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পার্টির ভিতরে বিরুধ শুরু হয়ে গেল। মুরারজি দেশাই এই সিদ্ধান্তের প্রবল বিরুধিতা করেন। মুরারজি দেশাই ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে মত বিরুধ সবসময় লেগে থাকতো। ইন্দিরা গান্ধী এই বিরুধ বন্ধ করার জন্য মুরারজি দেশাই কে উপপ্রধানমন্ত্রী বানিয়ে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েও ইন্দিরা গান্ধী সর্বক্ষণ ভাষণ ও বিরুধ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেন। ইন্দিরা গান্ধী খুবই কম কথা বলতেন। ১৯৬৯ সালে ইন্দিরা গান্ধীর বাজেট প্রস্তুত করার কথা ছিল তখন ইন্দিরা গান্ধী এত ভয়ে ছিলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছিলনা। ইন্দিরা গান্ধীর নিজস্ব ডাক্তার ডঃ কে. পি. মাথুর তাঁর বই "The Unseen Indira" তে বলেছেন যে — প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ইন্দিরা দু-তিন বৎসর খুবই চাপের মধ্যে ছিলেন। যে অনুষ্ঠান গুলিতে তাকে বলতে হত সেখানে তিনি খুব অস্বস্থি বোধ করতেন।

ইন্দিরা গান্ধীর এই দুর্বলতার ফলে বিরোধীদের কাছ থেকে তাঁর সব সময় কথা শুনতে হত। রাম মনোহর লোহিয়া ইন্দিরা গান্ধী কে গুঙ্গি গুড়িয়া বলেছিলেন। তখন ইন্দিরা গান্ধী দু'দুটি সংগ্রাম একসঙ্গে লড়ছিলেন। বিরোধীদের কূট কথা থেকে তিনি যে ভাবেই হোক বেঁচে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পার্টির ভেতরের লড়াই ইন্দিরা গান্ধী কে খুব বিপাকে ফেলেছিলেন। এর মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী অনেক বড় বড় সিধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যেমন

— ১৯ জুলাই ১৯৬৯ সালে ১৪ টি ব্যাংকের রাষ্ট্রিয় করন করিয়েছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সাধারন জনতা ও কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন বেঙ্কিং পরিষেবা। ভূমিহীন ও দুর্বলদের জন্য ভূমিসংস্কার নীতি চালু করে ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

'সবুজবিপ্লব' কে সমর্থন করেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এর ফলে আগে যেখানে বাইরে থেকে খাদ্য কিনে আনতে হত ভারতকে সেখানে নিজেই খাদ্য উৎপাদন করতে শুরু করলো। পার্টির ভেতরের বিরোধের ফলে ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পরে।

কে. কামারাজ ও মোরারজি দেশাই কংগ্রেস (O) গঠন করেন ও ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস (R) গঠন করেন। আগে যেখানে কংগ্রেসের প্রতীক ছিল দুটি গাভী সেই প্রতীকটি নির্বাচন কমিশন নিয়েনেন। সেখানে কংগ্রেস (O) এর প্রতীক হয় চরখা ও ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস (R) এর প্রতীক হয় গাই বাছুর।

১৯৭১ এর নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী "গরিবী হটাও" এর শ্লোগান দেন। প্রচারের সময় ইন্দিরা গান্ধী ৩৬ হাজার কিলোমিটার দূরত্ব ঠিক করেন, এবং ৩০০ সভা করেন। সেই নির্বাচনে কংগ্রেস (R) ৩৫২ সিট জিতেছিলেন এবং কংগ্রেস (O) মাত্র ১৬ সিট জিতেন।

ইন্দিরা গান্ধী খুব ভাবনা চিন্তা করে সিধান্ত গ্রহন করতেন। এবং তিনি সত্য বলতে কোনদিন ভয় পেতেন না।

১৯৭১ ইন্দিরা গান্ধী যখন আমেরিকা গেলেন তখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিকসন তাকে ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করিয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তা ভুলেযাননি যখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিকসন তাঁর সম্মানে খাবারের আয়োজন করেছিলেন, তখন ইন্দিরা গান্ধী একদম নিকসন এর পাশে বসেছিলেন কিন্তু না তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন না তাঁর দিকে তাকিয়েছেন।

১৯৭১ ইন্দিরা গান্ধী আমারিকা থেকে ফিরে, আমারিকাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। এবং দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়, চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশ পরস্পরের সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহন করেন।

আমেরিকার প্রাক্তন বিদেশ মন্ত্রী 'Henry Kissinger' তাঁর বই 'White House Years' এ লিখেছেন- যখন ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিকসনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তখন তিনি এমন আচরণ করেছিলেন যেমন কোন শিক্ষক তাঁর দুর্বল ছাত্রের সঙ্গে করেন।

১৯৭১ পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর অগ্রাসন তীব্রতর করেছিল। তখন পূর্ব পাকিস্থান থেকে লোক ভারতে আসতে লাগলেন। পাকিস্তানের অত্যাচার দিন দিন তিব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্ধী করে রেখেছিলেন পাকিস্তানি সেনারা।

ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানী সেনাদের বার বার সতর্ক করেছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী যোদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন, ৩/১২/১৯৭১ ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এক জনসভা করেন, সেই দিন বিকেলে পাকিস্তানী বায়ুসেনা ভারতের সীমানা পেরিয়ে পাঠানকোট, শ্রীনগর, জোধপুর, ও আগরার বমানবন্দরে বোমাবাজি করেন। খবর পেয়ে ইন্দিরা গান্ধী সোজা ম্যাপরুমে চলে যান। সেখানে তাঁকে অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়। তখন ঘড়িতে রাত ১১ টা সেন প্রধানদের সঙ্গে দেখা করার পর, ইন্দিরা গান্ধী ক্যাবিনেট মিটিং ডাকেন, বিরুধি দলনেতা দের সঙ্গে দেখা করেন তাঁদেরকে ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান, মধ্য রাতে ইন্দিরা গান্ধী সর্ব ভারতীয় রেডিওর মাধ্যমে দেশ বাসীর উদ্দেশ্যে বলেন ইন্দিরা গান্ধী — কিছুক্ষণ আগে পাকিস্তানী বায়ুসেনা ভারতের পাঠানকোট, শ্রীনগর, জোধপুর, ও আগরার বমানবন্দরে বোমাবাজি করেন, আমার একদম সন্দেহ নেই যে জিত ভারতের জনগনের ভারতের সেনার হবে।

এরই মধ্যে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ৩/১২/১৯৭১ এর হামলার জবাবে ভারত অপরেশন ট্রাইডেন শুরু করে দেয়। এদিকে আমেরিকা পাকিস্তানের সমর্থনে সপ্তন নৌবহর পাঠিয়ে ছিলেন, অন্যদিকে ভারত ও রাশিয়ার চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া ও তাঁর অষ্টম নৌবহর পাঠান, বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুই দেশ ও এই যুদ্ধে যুক্ত হয়ে পরেন। ইন্দিরা গান্ধী ঠিক করেছিলেন আমেরিকার সপ্তম নৌবহর ভারতের নিকট পৌঁছার আগে পাকিস্থান কে আত্মসমর্পণের জন্য রাজী করাতে হবে, ফলে সেনা প্রমুখ পাকিস্থান কে আত্মসমর্পণের জন্য সতর্ক করে দেন। আমেরিকা ও চিনের প্রভাবে পাকিস্থানি সেনাপ্রমুখ আত্মসমর্পণ করতে বারন করে দেন, সেই সময় ভারতীয় সেনা ঢাকাকে তিনদিকে ঘিরে রেখেছিলেন ১৪/১২/১৯৭১ ভারতীয় সেনা ঢাকায় পাকিস্থানের গবর্নরের বাড়িতে হামলা করেন তখন সেখানে পাকিস্থানের সব বড় অফিসারা মীটিং এর জন্য জমা হয়েছিলেন। এই ঘটনার পর পাকিস্থান দুর্বল হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ সমাপ্তির প্রস্তাব পাঠান, ভারত জানিয়ে দেন শুধু মাত্র আত্মসমর্পণেই যুদ্ধের সমাপ্তি সম্ভব। মাত্র ১৩ দিনে যুদ্ধের সমাপ্তি হয় ১৬/১২/১৯৭১ ভারতীয় সেনা পাকিস্থানের ৯৩ হাজার সেনাকে বন্ধী বানিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্থানের ইতিহাস না শুধু মানচিত্র ও পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্থানকে আলাদা করে করে নতুন এয়াক্তি দেশ বাংলাদেশ গঠন করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

এরই মধ্যে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ৩/১২/১৯৭১ এর হামলার জবাবে ভারত অপরেশন ট্রাইডেন শুরু করে দেয়। এদিকে আমেরিকা পাকিস্তানের সমর্থনে সপ্তন নৌবহর পাঠিয়ে ছিলেন, অন্যদিকে ভারত ও রাশিয়ার চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া ও তাঁর অষ্টম নৌবহর পাঠান, বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুই দেশ ও এই যুদ্ধে যুক্ত হয়ে পরেন। ইন্দিরা গান্ধী ঠিক করেছিলেন আমেরিকার সপ্তম নৌবহর ভারতের নিকট পৌঁছার আগে পাকিস্থান কে আত্মসমর্পণের জন্য রাজী করাতে হবে, ফলে সেনা প্রমুখ পাকিস্থান কে আত্মসমর্পণের জন্য সতর্ক করে দেন। আমেরিকা ও চিনের প্রভাবে পাকিস্থানি সেনাপ্রমুখ আত্মসমর্পণ করতে বারন করে দেন, সেই সময় ভারতীয় সেনা ঢাকাকে তিনদিকে ঘিরে রেখেছিলেন ১৪/১২/১৯৭১ ভারতীয় সেনা ঢাকায় পাকিস্থানের গবর্নরের বাড়িতে হামলা করেন তখন সেখানে পাকিস্থানের সব বড় অফিসারা মীটিং এর জন্য জমা হয়েছিলেন। এই ঘটনার পর পাকিস্থান দুর্বল হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ সমাপ্তির প্রস্তাব পাঠান, ভারত জানিয়ে দেন শুধু মাত্র আত্মসমর্পণেই যুদ্ধের সমাপ্তি সম্ভব। মাত্র ১৩ দিনে যুদ্ধের সমাপ্তি হয় ১৬/১২/১৯৭১ ভারতীয় সেনা পাকিস্থানের ৯৩ হাজার সেনাকে বন্ধী বানিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্থানের ইতিহাস না শুধু মানচিত্র ও পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্থানকে আলাদা করে করে নতুন এয়াক্তি দেশ বাংলাদেশ গঠন করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

সেই সময় ভারতের পূর্ব প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপাই পার্লামেন্টে ইন্দিরা গান্ধীকে মা দুর্গাও বলেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী ভারতকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শক্তিশালী দেশ গড়তে চেয়েছিলেন। ৯/০৪/১৯৭১ ভারতের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই এর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪ মে ১৯৭৪ পুখরানে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করিয়ে ইন্দিরা গান্ধী সারা বিশ্বকে নিজের শক্তি দেখিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী তখন "Iron Lady" হয়ে উঠেছিলেন। সত্তরের দশক ছিল ইন্দিরা গান্ধীর দশক। সেই সময় বলা হতো ক্যাবিনেটে একমাত্র পুরুষ ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধী খুব দৃঢ় ছিলেন, তিনি অনেক কঠিন পরিস্থিতিতেও খুব শান্ত থাকতেন। ১৯৭২ সালে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্ট যখন সিমলা চুক্তির ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু ভুট্ট যখন সাংবাদিক সম্মেলনে বসেছিলেন তখন তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন, তখন ইন্দিরা গান্ধী ভুট্টকে শুনিয়ে বললেন আপনি এনাদের চিন্তা করবেন না এনারা আপনাকে লোকতান্ত্রিক ও আমাকে দেশদ্রোহী বলে।

১৯৭১ এর সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী রাজ নারায়ণকে নির্বাচনে হারিয়েছিলেন। তখন রাজ নারায়ণ নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগ এনে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুধে এলাহাবাদ হাইকোটে মামলা করেন। ১২জুন ১৯৭৫ এলাহাবাদ হাইকোর্ট ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বাতিল করে দেন। এই অবস্থায় ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। সম্পূর্ণ আড়াই বৎসর ভারতে জরুরি অবস্থা লাগু ছিল। জরুরি অবস্থা চলা কালিন ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুধি আন্দোলন তীব্র আকার ধারন করেছিল।

জরুরি অবস্থা শেষ হলে নির্বাচন কমিশন কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক গাই বাছুর সিস করে নেন, সেই সময় যখন ইন্দিরা গান্ধী কাঞ্চীর কাম বটির আশ্রমে গিয়েছিলেন তখন শঙ্কারাচারিয়া স্বামী চন্দ্রশেখর সরস্বতী হাত দেখিয়ে ইন্দিরা গান্ধী কে আশীর্বাদ করেন, সেই থেকে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক হয় হাত চিহ্ন। কংগ্রেস (ট্র) পরিবর্তন করে করা হয় কংগ্রেস (জ্জ), তখন মোরারজি দেশাই জনতা পার্টির গঠন করেন। ১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচন হয় নির্বাচনে কংগ্রেস নির্বাচন হেরে যান, এবং স্বাধীনতার ৩০ বছর পর প্রথন অকংগ্রেসি সারকার গঠন হয়।

নয়া মন্ত্রিসভার মুখ্য আলোচনার বিষয় যেন তেন প্রকারে ইন্দিরা গান্ধী কে গ্রেপ্তার করতে হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি চৌধুরী চরণ সিং এর উপর প্রচণ্ড চাপ, গ্রেপ্তার করতে হবে ইন্দিরা গান্ধী কে। চৌধুরী চরণ সিং চাইছিলেন সংবিধানের পবিত্রতা বজায় রেখে সংবিধান অনুযায়ী ইন্দিরা গান্ধী কে অভিযুক্ত করতে, কিন্তু সহযোগীদের প্রবল চাপের ফলে ঠিক করা হয় ১ অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হবে ইন্দির গান্ধী কে পরে ১ অক্টোবর রবিবার ও ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী থাকার ফলে ৩ অক্টোবর নির্ধারিত সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর বাড়িতে বিরাত পুলিশ বাহিনীসহ চৌধুরী চরণ সিং এর বিশ্বাসী সিবিআই অধিকর্তা এন, কে সিং হাজির হন। এদিকে সাঞ্জয় গান্ধী ও মেনকা গান্ধী দ্বারা সর্বত্র খবর ছড়িয়ে **৬-এর পাতায় দেখুন।।**

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশে আরব আমিরাতের আরও বড় আকারের বিনিয়োগ প্রত্যাশা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৮।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার পারস্পরিক সুবিধার্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে বিশেষ করে তৈরি পোশাক, তথ্য প্রযুক্তি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ইউএই'র উদ্যোক্তাদের আরও বড় আকারের বিনিয়োগের আহবান জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সরকার অর্থনৈতিক অঞ্চলে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে এবং হাইটেক পার্কে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।'

আবুধাবীতে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানকালীন হোটেল সাংরি-লা'তে তাঁর সম্মানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত সংবর্ধনা ও নৈশভোজে যোগদান করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিস সুবিধা এবং একশ'র অধিক অবকাঠামোসহ নানা প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করছে।দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সব থেকে সহনীয় বিনিয়োগ নীতি বিদ্যমান উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিনিয়োগকারীরা তৈরি পোশাক শিল্প, ভবন অবকাঠামো নির্মাণ, নির্মাণ শিল্প, যোগাযোগ, জ্বালানি, তথ্য প্রযুক্তি, জাহাজ নির্মাণ, পর্যটন, হাল্কা প্রকৌশল, শিল্প পার্ক এবং পণ্য সরবারাহের কেন্দ্র হিসেবে বিনিয়োগ করতে পারে।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শীর্ষ উদ্যোক্তাগণ এবং ইউএই'র স্বনামধন্য ব্যবসায়ী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং তাঁদের সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দেশে বিদ্যমান বৈদেশিক বিনিয়োগ সুরক্ষা নীতিমালার উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আইন দ্বরা বিদেশি বিনিয়োগকে সুরক্ষা প্রদান, শুল্ক রেয়াত, যন্ত্রাংশ আমদানিতে স্বল্প শুল্ক, যে কোন সময় লাভ এবং আসল সহ প্রস্থানের সুবিধা, যারমধ্যে উল্লেখযোগ্য তৈরি পোশাকের পরেই আমাদের রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃষি ভিত্তিক পণ্য উল্লেখযোগ্য আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আরব আমিরাতের উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশের কৃষিজাত এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বিনিয়োগকে স্বাগত জানাই।'বাংলাদেশ এবং আরব আমিরাতের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসা এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতেই বাংলাদেশ এবং ইউএই'র যৌথ উদ্যোগের জন্য সম্ভাবনাময় বেশ কিছু খাত খুঁজে বের করেছি।'প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং আমিরাতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং আমিরাত অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, আমাদের যৌথ উদ্যোগের ফলে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বহুমুখীকরণ হবে এবং সম্প্রসারণ ঘটবে।'তিনি বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। যে সম্পর্ক বহুমুখী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে।'

বাংলাদেশের পণ্য আমদানির জন্য ইউএই'র প্রতি আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ইউএই ফার্মাসিউটিক্যাল সামগ্রী, পাট এবং পাটজাত পণ্য, সিরামিক, চামড়া, খাদ্যদ্রব্য, প্লাস্টিক সামগ্রী, নীটওয়্যার, ফ্রোজেন ফুড, বস্ত্র, হোম টেক্সটাইল, কৃষিপণ্য এবং প্রকৌশল সামগ্রী আমদানি করতে পারে।'প্রধানমন্ত্রী তাঁর এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউএই সফরের কথা স্মরণ করেন যখন বাংলাদেশ এবং ইউএই'র মধ্যে বন্দর স্থাপন, শিল্প পার্ক, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন, এলএনজি সরবরাহ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার সেই সফরকালে আমরা ইউএই'র পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছিলাম। ইউএই'র সংস্থা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ এবং সৌরশক্তিসহ জ্বালানি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল।'তিনি আরও বলেন, 'তাঁরা তখন এলএনজি টার্মিনাল এবং বন্দর প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ দেখিয়েছিল। আমরা তখন আমিরাত অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জিটুজি পদ্ধতিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রকল্প চালুর প্রস্তাব পেয়েছিলাম।'প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, এমিরটেস ইকোনমিক জোন একটি টেকসই অর্থনৈতিক অঞ্চল হালাল খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট এবং সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের অর্থনীতির মূল ভীত যেহেতু কৃষি নির্ভর তাই আমরা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছি।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা লক্ষনীয় যে বাংলাদেশ এবং ইউএই'র আর্থসামাজিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।'বর্তমানে বাংলাদেশ এবং ইউএই'র মধ্যে বহুমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। যেটা একমাত্র বাংলাদেশের জনশক্তির ইউএই'তে রপ্তানির এক মাত্রিক সম্পর্কে পরিবর্তিত হয়েছে।'তিনি বলেন, দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখীকরণ হয়েছে। এসব খাতের মধ্যে রয়েছে, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি, বিনিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা, ব্যবসায় প্রতিনিধি দল আদান-প্রদান, উন্নয়ন সহযোগিতা।তিনি বলেন, 'বর্তমানে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উন্নয়নের বিস্ময় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি গুলোর একটি।'

বাংলাদেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য গ্যাস এবং বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,'ইউএই'র সঙ্গে জাললানি সম্পর্কিত সহযোগিতা আমাদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করবে।'অনুষ্ঠানে রিলাম ইনভেস্টমেন্টের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সুলতান আল রাশেদ লোটাহ এমিরেট ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও এমডি আবদুল্লাহ আল কাশিম ও মালাবার গোল্ড'র এমডি (ইন্টারন্যাশনাল অপারেশন্স) শামলাল আহামেদসহ আরও অনেক ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এমওইউ'কে বিএনপি চুক্তি কেন বলছে, প্রশ্ন কাদেরের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৮।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে চিঠি দিয়ে ভারতের সঙ্গে করা চুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশে বিএনপির দাবির বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, এমওইউ (মোমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) ও চুক্তির মধ্যে কী পার্থক্য, এটা তারা বোঝে না।

সোমবার (১৮ নভেম্বর) সচিবালয়ে সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি একথা বলেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির নেতৃত্বে অনেক বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। আমি অবাক হয়ে যাই, এমওইউ ও চুক্তির মধ্যে কী পার্থক্য, এটা তারা বোঝেন না। চুক্তি ও এমওইউ এক কথা না। এখানে কোনো চুক্তি হয়নি। এমওইউ হয়েছে চারটি আর তিনটি ওপেনিং।

'বিএনপিকে বলুন, তারা এমওইউ ও চুক্তির মধ্যে পার্থক্যটা কেন বোঝে না? এটা জেনেও কি না জানার ভান করছে? এমওইউকে কেন চুক্তি বলছে, এটা আমার প্রশ্ন। আর এখানে নাথিং সিক্রেট, এভিরিথিং ইজ ওপেন সিক্রেট। এমওইউ'তে যা কিছু আছে, কোনোটাতেই সিক্রেসি কিছু নেই। আর এটা কোনো চুক্তি না।'

চলমান শুদ্ধি অভিযান নিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, শুদ্ধি অভিযান যে থামেনি প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে বলে দিয়েছেন, এটা আমার বলা লাগবে না। তিনি বলেছেন, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত শুদ্ধি অভিযান চলতে থাকবে।সড়ক খাতে জি কে শামীমের মতো প্রভাবশালী কেউ আছে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জি কে শামীম আমার এখানে ঢুকতে পারেনি। এধরনের কেউ আমার এখানে ঢুকতে পারে! আমার এখানে যারা কাজ করে, আপনারা ভালো করে জানেন। একটা বিদেশি কোম্পানিকে তাদের কার্যাদেশ বাতিল করেছি ঘুষ দেওয়ার কারণে। আমার সচিবকে চায়ের প্যাকেটে করে ঘুষ দিতে এসেছিল, সেজন্য ওই কোম্পানিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছি আমাদের এখানে কোনো কাজ দেওয়া নিয়ে।কাদের বলেন, আমাদের এখানে মূলত কাজগুলো করে আর্মি, মোনেম কোম্পানি, রেজা কনস্ট্রাকশন। কিন্তু, কোনো কন্ট্রাক্টর আমার অফিসে কখনো আলাপ করেনি। তারা কোনো আলাপ করলে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে করে।

বিভিন্ন অপকর্ম করে দল থেকে বহিষ্কৃত 'শটগান সোহেল' দেশে এসেছে, মিরপুরের শাহাদত মিল্কি হত্যার আসামি ঢাকা আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে- এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেখি না, আসুক। একজন (শটগান সোহেল) তো এসে গেছে, মন্ত্রীদের সঙ্গে ছবি তুলছে, ফেসবুকে ভাইরাল করছে, আপনার সঙ্গে হয়তো তুলতে পারেনি- এর জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমার মনে হয় না সেধরনের স্কোপ আছে। পুলিশ নিশ্চয়ই বিষয়টা খতিয়ে দেখছে। সেধরনের কিছু হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এখানে কারও ব্যাপারে কোনো শৈথিল্য প্রদর্শনের সুযোগ নেই। কারণ, প্রাইম মিনিস্টার ইজ ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট। টার্গেট অ্যাটিভ করার জন্য যত ধরনের স্যাক্রিফাইস প্রয়োজন, আমরা করবো। এখানে প্রাইম মিনিস্টার তার আত্মীয়দেরও রেহাই দেননি, এটা তো আপনাদের বুঝতে হবে।

ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক লীগের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান নাঈমকে নিয়ে গণমাধ্যমে বিয়ের বিষয়টি আসছে- এ বিষয়ে তিনি বলেন, দেখেন, কবে বিয়ে করেছে, কী একটা বিষয়কু যে কয়জন কাউন্সিলরদের মধ্যে শুদ্ধি অভিযানে মিডিয়াতে রিপোর্ট এসেছে, এর মধ্যে তার নাম নেই।

কোনো ধরনের দুর্নীতি বা দুষ্কর্মের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আসেনি। এখন বিয়ের অনুষ্ঠানে কবে কী একটা করেছে, সেটা এখন আসছে, তারপরও আমি বিষয়টা খতিয়ে দেখবো।শুদ্ধি অভিযানে ব্যবসায়ীরা বিশাল অংকের টাকা উঠিয়ে নিয়েছে- এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রমাণ দেন, কোথায় কোথায় টাকা উঠিয়ে নিয়েছে, আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

পেঁয়াজ নিয়ে হাহাকারের বিষয়ে এক প্রশ্নে ওবায়দুল কাদের বলেন, দুই-তিনদিনের মধ্যে পেঁয়াজের চালান আসলে আশা করি এই হাহাকার কমতে শুরু করবে। ঘাটতি পূরণ হলে হাহাকারও কমে যাবে।

বেনাপোলে ধর্মঘটে পণ্য পরিবহন বন্ধ, আটকা ভারতফেরত যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৮।। নতুন সড়ক আইন ২০১৮ সংশোধনসহ দশ দফা দাবিতে যশোরের ১৮ রুটে দু'দিন ধরে বন্ধ রয়েছে বাস চলাচল। পরিবহন শ্রমিক ধর্মঘটের কারণে বেনাপোল বন্দরেও আমদানি পণ্য পরিবহন ও বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে বন্দরে আটকা পড়েছেন পরিবহন যাত্রীরা, খালাস হচ্ছে না শিল্পকারখানার কাঁচামালও। হঠাৎ করে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেনাপোলে আটকা পড়েছেন ভারতফেরত কয়েকশ' যাত্রী। এতে তারা দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে সময় পার করছেন।

পরিবহন যাত্রী শিমলা আক্তার জানান, আমাদের কষ্ট হলেও সরকারের করা আইন বাস্তবায়ন চাই। যাত্রীদের জিম্মি করে চালকদের বাস চলানো বন্ধ রাখার নিন্দাও জানান তিনি।তবে যাত্রীদের জরুরি প্রয়োজনে বিকল্প যানবাহন হিসেবে ইজিবাইক, নছিমন, ভাড়ায়চালিত মোটরসাইকেলে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে ট্রাকচালক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমরা শ্রমিকরা কাউকে ইচ্ছা করে হত্যা করি না, অনিচ্ছাকৃতভাবে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কিন্তু নতুন সড়ক পরিবহন আইনে আমাদের ঘাতক বলা হচ্ছে। আমাদের জন্য এমন আইন করা হয়েছে যা সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।এ আইন পরিবর্তন না করা পর্যন্ত বেনাপোল বন্দর থেকে কোনো পণ্য বা যাত্রীবহন করবেন না বলেও জানান শ্রমিকরা।

জানা যায়, সড়ক আইন ২০১৮ সংশোধনসহ দশ দফা দাবিতে রোববার (১৭ নভেম্বর) সকাল থেকে যশোর অঞ্চলের ১৮ রুটে স্বেচ্ছায় কর্মবিরতি শুরু করেন পরিবহন শ্রমিকরা। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজারো মানুষ। সোমবার বেলা ১১টার দিকেও বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা কয়েকটি পরিবহন আটকে দেন শ্রমিক ও শ্রমিক নেতারা। বৈধ কাগজপত্রের চালকরা গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামতে চাইলেও বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। ওইসব গাড়ির চালকদের দাবি, শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের মাঠে নামিয়ে জিম্মি করছেন। এজন্য বৈধ কাগজপত্র থাকলেও অনেক চালক নামতে পারছে না।

রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো যাবে কিন্তু রাতারাতি সম্ভব নয়: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৮।। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেছেন, এই মুহূর্তে রোহিঙ্গা ইস্যু পুরো বিশ্বে একটি আলোচিত বিষয়। আমরা ইস্যুটি আলোচিত করতে চেষ্টা করেছি, সেটি পেরেছিও। অবশ্যই এর একটা সমাধানও হবে। কিন্তু রাতারাতি তা সম্ভব নয়।

সোমবার (১৮ নভেম্বর) জাতীর প্রেসক্লাবে 'আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।শাহরিয়ার আলম বলেন, ২০ থেকে ২৫ বছর আগে থেকেই রোহিঙ্গারা আমাদের দেশে বসবাস করছে। মিয়ানমার থেকে নতুন করে রোহিঙ্গারা এসে সর্বশেষ এ সংখ্যা ১১ লাখে দাঁড়িয়েছে। এ সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, উখিয়ায় স্থায়ী বাসিন্দা ৪ লাখ আর রোহিঙ্গা ১১ লাখ। এ কারণে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথম থেকেই রোহিঙ্গাদের জন্য দেশি-বিদেশি যেসব অনুদান আসতো সেগুলোর ১৫ শতাংশ স্থানীয়দের জন্য ব্যবহার করা হতো।

বর্তমানে সেটি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বলতে গেলে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলার মানুষের চেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কক্সবাজারের বিভিন্ন উপজেলার মানুষ।অনেকের দাবি চীন, জাপান ও ভারত রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমাদের সাহায্য করছে না। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

তারা জাতিসংঘসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমাদের পক্ষেই কথা বলেছেন, বলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।তিনি আরো বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিকভাবে বিচার প্রক্রিয়া চলছে। বিচারে মিয়ানমারের শীর্ষ ২০ জনও অভিযুক্ত হন, যুক্তরাষ্ট্র তাদের গ্রেফতার করেছে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে আলোচকরা বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গত এক বছরে ৫০ হাজার নবজাতক জন্মগ্রহণ করেছে। বর্তমানে সেখানে গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা ২০ হাজার। সেই হিসাবে চলতি বছর শেষে ১১ লাখ রোহিঙ্গার সঙ্গে যোগ হবে আরও প্রায় এক লাখ রোহিঙ্গা। এমনভাবে চলতে থাকলে দ্রুতগতিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য ভয়েস তৈরি ও আন্তর্জাতিক লবির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টারি তৈরি করে বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে হবে। মিয়ানমারকে চাপের মধ্যে রাখতে হবে।

পাশাপাশি তৃতীয় কোনো দেশকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। নইলে ১০ বছরেও এই সমস্যার সমাধান হবে না, বলেন বক্তারা।তারা বলেন, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশকে সেফ জোন মনে করেই অবস্থান নিয়েছে। মিয়ানমার এই বিষয়টা নিয়ে যেভাবে স্টাডি করেছে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেভাবে স্টাডি করেনি বলে মনে করেন তারা।

আইসিএলডিএস-ভোরের কাগজ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আইসিএলডিএস'র সভাপতি মোহাম্মদ জমির।এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য দেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. শাহকামাল।

এছাড়া বৈঠকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন, মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমসের মোবিন চৌধুরী, সাংবাদিক ও কলামিস্ট অজয় দাশগুপ্ত, ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, উখিয়া উপজেলার চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ।

সোমবার এবিভিপি কার্যকর্তারা আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি পরিস্কার করছেন। ছবি- নিজস্ব।

মন্ত্রী-এমপিদের মদদে চালের মজুদদারেরাও বেপরোয়া: রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৮।। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, পেঁয়াজ কেলেঙ্কারির ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এখন সরকারের কতিপয় মন্ত্রী-এমপির মদদে চালের ব্যবসায়ীরাও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। চালের দামও বাড়তে শুরু করেছে।গত রোববার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন।

রিজভী বলেন, পেঁয়াজের সঙ্গে চালের দামও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। সরকারের প্রচ্ছন্ন ছত্রছায়ায় সিন্ডিকেটের নজর এখন চালের বাজারেও। দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো সংস্থার দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেই। এখন চালও জনগণকে বাড়তি দরে কিনতে হচ্ছে।বাজারে সরকারের কোনো নজরদারি নেই। যে যেভাবে পারছে সাধারণ মানুষের টাকা লুটে নিচ্ছে। গত কয়েকদিন চালের দাম কেজিতে ৪ থেকে ৬ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। সরকার বলেছে, সারাদেশে চালের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে।তিনি বলেন, চালের আমদানিও গত বছরের এই সময়ের চেয়ে বেশি। পাইকারি ও খুচরা বাজারে সরবরাহও স্বাভাবিক। কোথাও চালের কোনো ঘাটতি বা সংকট নেই। তারপরও বাড়ছে চালের দাম।

খালেদার অবমাননা মামলার অভিযোগ গঠন, শুনানি ৪ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৮।। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা মামলায় অভিযোগ গঠন শুনানির তারিখ পিছিয়ে আগামী ৪ ডিসেম্বর দিন নির্ধারণ করেছেন আদালত।গত বৃহস্পতিবার (৪ নভেম্বর) এ মামলার অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য ছিল। তবে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়াকে এদিন আদালতে হাজির করা হয়নি।তাই কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত অস্থায়ী আদালতের বিচারক ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নূর অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির নতুন এ দিন ধার্য করেন।খালেদা জিয়ার আইনজীবী জিয়া উদ্দিন জিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

২০১৬ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকার মহানগর হাকিম আদালতে বাংলাদেশ জননেত্রী পরিষদের সভাপতি এবি সিদ্দিকী বাদী হয়ে জাতীয় পতাকা অবমাননার মামলাটি দায়ের করেন।

রাজস্থানে বিকানের-এ বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু ১০ জনের আহত কমপক্ষে ২২ জন

বিকানের (রাজস্থান), ১৮ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের বিকানের জেলায় যাত্রীবোঝাই বাস এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে অকালেই মৃত্যু হল ১০ জনেরউ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২২ জনউ সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের বিকানের জেলার শ্রী দুঙ্গারগঢ় এলাকার কাছে ১১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরউ জোরালো সংঘর্ষের জেরে বাসটি সম্পূর্ণ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার পাশাপাশি আগুনও ধরে যায়।

উর্ধতন এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে বিকানের থেকে জয়পুর অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই একটি বাসউ শ্রী দুঙ্গারগঢ় এলাকার কাছে ১১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি ট্রাকের সঙ্গে বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষ এতটাই জোরালো ছিল যে বাসটি সম্পূর্ণ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়উ আগুনও ধরে যায়উ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাস্থলেই ১০ জনের মৃত্যু হয়উ গুরুতর আহত অবস্থায় ২২ জন স্থানীয় চিকিতাধীন রয়েছেন।

বিকানের-দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটউ মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত দুঃখপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট লিখেছেন, 'বিকানের-জয়পুর ১১ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ব্যথিতউ অত্যন্ত হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনা, মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনাউ ভগবান তাঁদের শক্তি প্রদান করুনউ আহতদের জন্য প্রার্থনা করছি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গানের কথা নিয়ে বিতর্ক, ব্যাপার হানি সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

ফের বিতর্কে জড়ালেন ব্যাপার হানি সিং। "মাখনা" গানের জন্য অনুরাগীদের রোষের মুখে পড়লেন এই পাঞ্জাবি ব্যাপার। তাঁর বিরুদ্ধে নোটিস জারি করেছেন পাঞ্জাবের মহিলা কমিশন। এনিয়ে পুলিশের কাছে স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।পাঞ্জাবের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মণীষা গুলাটি জানিয়েছেন, পাঞ্জাব পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল, ইন্সপেক্টর জেনারেল ও অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারির কাছে এই নিয়ে অভিযোগ করেছেন তিনি। লিখিত অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, হানি সিং তাঁর গানে এমন কিছু কথা ব্যবহার করেছেন, যা মহিলাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অপমানজনক। ব্যাপারের সম্প্রতি "মাখনা" গানটি প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে একটি পংক্তি রয়েছে - "ম্যায় হুঁ ওম্যানাইজার"। এছাড়া গানে আরও একটি লাইন রয়েছে "সিলিকন ওয়ালি লড়কিয়োঁকো ম্যায় পটাতা হুঁ"। এগুলি নিয়েই আপত্তি তুলেছেন মণীষা।তিনি আরও লিখেছেন, এমন লিরিক্সের জন্য টি-সিরিজের ভূষণ কুমার, গায়ক হানি সিং ও গায়িকা নেহা কক্করের বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্ত হওয়া দরকার। মহিলাদের অপমান করেছেন তাঁরা। সহজে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এছাড়া গানে আরও অনেক কথা রয়েছে যা মহিলাদের জন্য কুরুচিকর। ভূষণ কুমার ও হানি সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের কথাও বলেন তিনি। এছাড়া সেন্সর বোর্ডের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন মণীষা। পাঞ্জাবে গানটির উপর নিষেধাজ্ঞার দাবি তুলে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন মণীষা গুলাটি।তবে এই প্রথম যে হানি সিং বিতর্কে জড়ালেন, তা নয়। এর আগে ২০১৩ সালেও একবার গানের লিরিক্স নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। ওই গানটিতে হানি সিং লিখেছিলেন, "ম্যায় হুঁ বলতকারি"। এছাড়া "লাক ২৮", "ব্লু আইজ", "কিকলিকালেরেদ্রি" ও "ব্রাউন রং" গান নিয়েও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি।

নিজেকে সুস্থ রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ধ্যান

এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করতে পারলে যে-কোন বিষয়ে মনকে একাগ্র করতে পারা যায়। ধ্যান হল মনের ব্যায়াম। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীয়করণের নামই ধ্যান। নীরবে বসে সুনির্দিষ্ট ভাবে অনুশীলন করলে ধ্যানের মাধ্যমে মনোযোগ বাড়ে, সচেতনতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। মনের স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি সৃষ্টি হয়। প্রশান্তি ও সুখানুভূতি বাড়ানোর পাশাপাশি অন্তর জাগরণ ঘটে।মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে, সুস্থ থাকতে, উন্নতি করতে, জীবন উপভোগ করতে, সুখী হতে ধ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। ধ্যান এমন একটি ব্যায়াম যার প্রতি পদে পদে শুধু উপকার আর উপকারই আছে। ধ্যান নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে শেখায়। নিজের ভিতরটা বদলালে পৃথিবী বদলে যাবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি অর্জন করা যায়। সুখ-শান্তি অন্য কোথাও না নিজের ভিতরেই বাস করে।আমাদের দেশের শহরাঞ্চলের খুব সচেতন কিছু নারী ধ্যান বা মেডিটেশন করেন। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। মেডিটেশন বা ধ্যান মস্তিষ্কের জন্য খুব উপকারী। আমাদের মস্তিস্ক সব সময় কাজ করতে থাকে। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনো কাজ করে। মস্তিষ্ক সারা শরীরের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অর্থাত বিরামহীন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। আমাদের ঘুমানোর সময়, চোখ বন্ধ করে রাখার সময় বা ধ্যান করার সময় মস্তিষ্কের বিশ্রাম হয়। এই বিশ্রামের ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে। তখন সারা শরীরের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হয়ে ওঠে আরও বেশি শক্তিশালী।ধ্যান বা মেডিটেশনের সময় মানুষ চোখ বন্ধ করে রাখে। ফলে চোখ, কপাল, ঘাড়, মাথা, চোখের চারপাশের স্নায়ু ও মাংসপেশির বিশ্রাম হয়। ধ্যানের সময় মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষেরও বিশ্রাম হয়। তখন মাথাব্যথা, ঘাড়ব্যথাও কমে। মস্তিষ্কের প্রতিটি প্রান্তে অক্সিজেন পৌঁছে যায়। এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত শিরা-উপশিরার মাধ্যমে সারা শরীরে সঞ্চালিত হয়। এতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গেরও পুষ্টি হয়। অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত দেহের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। পরিণামে কমে যায় স্ট্রেস হরমোন বা

ডায়াবেটোজেনিক হরমোন।পরিণত বয়সের সব নারী-পুরুষের জন্য মেডিটেশন খুব জরুরি। আমাদের উচিত কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নিজেদের ধ্যান করা, আত্মীয়স্বজনসহ প্রতিবেশী পরিচিতদের এতে উতসাহিত করা।মস্তিষ্কের বিশ্রাম হলে এতে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পুরো শরীরে সঞ্চালিত হয়। চোখের স্নায়ুগুলোর বিশ্রাম হয়। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করার সময় চোখের মাংসপেশিরও বিশ্রাম হয়। নিয়মিত মেডিটেশন করলে হৃদরোগের ঝুঁকিও কমে।ধ্যান মানুষকে তার মন ও চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, বাড়িয়ে তোলে আত্মবিশ্বাস।

ভাইরাসজনিত রোগ কারণ ও প্রতিকার

এই ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি আমদানিকৃত নির্দিষ্ট ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কর্মসূচি মোতাবেক যথারীতি ভ্যাকসিন প্রদান করা হলে খামারে ডাক প্লেগ রোগের মড়ক নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দেশে প্রস্তুত ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচিতে পার্থক্য হল। এল আর আই কর্তৃক দেশীয় স্ট্রেইন ব্যবহারেও ভাল ফল পাওয়া যায়। ভ্যাকসনের ১০০ মাত্রা টিকা থাকে। ভায়ালে পরিশ্রুত জল মিশিয়ে মিশ্রিত টিকা হাঁসের বুকের মাংসে ১ মিলি করে ইনজেকশন হিসেবে দিতে হ। তিন সপ্তাহ বয়সের হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম টিকা দিতে হয়। ৬ মাস পর্যন্ত এই টিকার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে। তাই ৬ মাস পর পর এই টিকা দিতে হয়। খামারে রোগ দেখা দিলে সুস্থ হাঁসগুলিকে আলাদা করে এ টিকা দিতে হয়।

ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস ঃ এটা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হাঁসের বাচ্চার অন্যতম ক্ষতিকর সংক্রামক রোগ। এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ে অনেক হাঁসের মৃত্য ঘটাতে পারে। রোগাক্রান্ত হাঁসের যকৃত প্রদাহ হয় বলে এ রোগকে হেপাটাইটিসও বলা হয়। ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব প্রথম এ রোগ ধরা পড়ে। এরপর কানাডা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ইতালি, রাশিয়া, ফ্রান্স ব্রাজিল, জাপান, ইজরায়েল থাইল্যান্ড এবং ভারতবর্ষে এটা পাওয়া গেছে।

রোগের কারণ ঃ পিকোরনা ভাইরাস নামক একপ্রকার ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্ট হয়।

এপিডিমিওলজি ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে ১-২ সপ্তাহের বয়সের হাঁস অত্যন্ত সংবেদনশীল। বয়স্ক হাঁস এ রোগ হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে মুরগি ও টারকিতে এ রোগ হয় না। এটা অত্যন্ত ছোঁয়াচে প্রকৃতির রোগ এবং প্রকৃতিতে সহঅবস্থানে হাঁসের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।ডিমের মধ্যে বা কীটপতঙ্গ দ্বারা সংক্রমিত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রোগ থেকে সেরে ওঠা হাঁসের পায়খানার সঙ্গে প্রবায় ৮ সপ্তাহ যাবৎ এ ভাইরাস দেহ হতে বেরিয়ে আসে। আক্রান্তের হার প্রায় ১০০ শতাংশ মৃত্যু হার ১ সপ্তাহের কম বয়সের বাচ্চাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ, ১-৩ সপ্তাহের বাচ্চাতে প্রায় ৫০ শতাংশ এবং ৪-৫ সপ্তাহের বাচ্চাতে অতি অল্প।

রোগের লক্ষণ ঃ এ রোগ অতি দ্রুত অল্পবয়স্ক হাঁসের বাচ্চার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বাচ্চা হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। কিছু বাচ্চা শুয়ে থেকে ঘাড় পেছনের দিকে বাঁকা করে, চোখ বুঁজে পেট ব্যথার জন্য চিৎকার করে এবং পা ঝাপটায়। এভাবে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা গিয়ে থাকে। কিছু কিছু বাচ্চা ঈষৎ সবুজ বর্ণের পাতলা পায়খানা করে।

পোস্ট মর্টেমে প্রাপ্ত তথ্যাদি ঃ যকৃত অত্যন্ত স্ফীত, হলুদ বা লালচে হয়। এর উপর বিন্দু বিন্দুরক্তপাত ঘটতে দেখা যায়। এছাড়া হাঁসের বৃক্ক ও স্ফীত হয়।

রোগ নির্ণয় ঃ এপিডিমিওলজি রোগ লক্ষ্মণ এবং পোস্টমর্টেম পরিবর্তন এ রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। তাইএগুলো দেখে এ রোগ সহজে নিরূপণ করা যায়। এছাড়া পরীক্ষাগারে নিউট্রালাইজেশন এবং আগার জেল ডিফিউশন টেস্ট দ্বারা ভাইরাসের পরিচিতি জানা যায়।

তুলনীয় যোগ ঃ হাঁসের এ রোগ ডাক প্লেগ রোগের সঙ্গে ভুল হতে পারে। তবে এ রোগ একটি নির্দিষ্ট বয়সের হাঁসের মধ্যে সীমাবদ্ধ জন্মের পর থেকে ৩-৪ সপ্তাহ এবং ডাক প্লেগ সব বয়সের হাঁসেই হয়। এছাড়া ডাক প্লেগ রোগ প্রধানত বয়স্ক হাঁসেই অধিক হয়। সুতরাং কোন খামারে যদি ডাক প্লেগ হয় তাহলে সেখানকার ছোট এবং বড় সব বয়সের হাঁসই আক্রান্ত হবে। তাছাড়া ডাক প্লেগ রোগে শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অংশে প্রচুর রক্তপাত ঘটে যা এ রোগে হতে দেখা যায় না।

চিকিৎসা ঃ এন্টিসিরাপ থেরাপি এ রোগে যথেষ্ট কার্যকরি। এক্ষেত্রে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউনাইজড হাঁস থেকে রক্ত নিয়ে আক্রান্ত প্রতিটি হাঁসে ০.৫ মিলি করে ইঞ্জেকশন করলে যথেষ্ট সুলফ পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ রোগ প্রতিরোধের জন্য জন্মের পর ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চাগুলোকে পৃথকভাবে উপায় রাখলে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেতেপারে। এছাড়া অনাক্রম্যতা সৃষ্টির মাধ্যমেও রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ অনাক্রম্যতা ৩ প্রকারে সৃষ্টি করা যায় যেমন

১) জন্মের ১ দিনের দিন থেকে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউন রক্ত হাঁসের বাচ্চাদের ইঞ্জেকশন করা যায়। এতে অপ্রতিরোধী ইমিউনিটি দ্বারা হাঁসের বাচ্চার রোগ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে।

২। ডিমপাড়া হাঁসকে টিকা প্রদান করে তার দেহে ইমিউনিটি সৃষ্টি করা এত মাতৃদেহ হতে এন্টিবডি ডিমের কুসুমের মধ্য দিয়ে বাচ্চর দেহে প্রবেশ করে তাকে রক্ষা করে।

৩) জন্মের পরই হাঁসের বাচ্চাকে টিকা প্রদান করা।

প্রিয়াঙ্কাকে দেখলেই চিৎকার করতেনপরিচালকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বলিউডে যখন প্রথম কেরিয়ার শুরু করেছিলেন, তখন কেমন অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? পরিচালকরাই বা তাঁর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন? সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।তিনি বলেন, বলিউডে যখন কেরিয়ার শুরু করেন, তখন কিছু বুঝতে পারতেন না তিনি। এমনকী, এমন অনেক গিয়েছে, যখন পরিচালকরা তাঁকে দেখে চিতকার করে উঠতেন। শুধু চিতকারই নয়, পরিচালকরা তাঁকে অনেক সিনেমা থেকেও বের করে দিতেন বলে জানান পিগি চপস। প্রিয়াঙ্কার ওই মন্তব্য শোনার পরই জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। তবে যখন তাঁর সঙ্গে এই বিষয়গুলি ঘটত ক্রমাগত, তখন তাঁকে কেউ চিনতেন না বলেও জানান প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।মার্কিন পপ তারকা নিক জোনাসকে বিয়ে করার পর, আপাতত মার্কিন মুলুকেই রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সেমবার মুক্তি পায় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং ফারহান আখতারের পরবর্তী সিনেমা "দ্য স্কাই ইস পিঙ্ক"-এর প্রথম পোস্টার। এই সিনেমায় প্রিয়াঙ্কা এবং ফারহানের সঙ্গে রয়েছেন জায়রা ওয়াসিমও। মঙ্গলবার "দ্য স্কাই ইস পিঙ্ক"-এর ট্রেলার মু পাবে বলে জানা যাচ্ছে।

অপু ট্রিলজির রিমেক করছি না

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: হঠাৎ বাংলা ছবি প্রযোজনায় এলেন কেন? এই ছবির পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র ও সহ প্রযোজক গৌরাঙ্গ জালান আমাকে ছবির চিত্রনাট্য শোনান। আমি তো প্রথম থেকেই বাংলা ছবির ভক্ত। আমার বাড়ির ভিডিও লাইব্রেরিতে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের সব ছবি আছে। কাজেই গত দশ বছর ধরেই বাংলা ছবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছেটা ছিল। পরে এই 'অভিযাত্রিক' ছবির ভাবনাটা বেশ ভাল লেগে গেল। তবে এটাও বলব, এই সময়ে দাঁড়িয়ে চল্লিশ দশককে পর্দায় ফেরান সত্যিই কঠিন কাজ। এক সময়ে সত্যজিৎ রায় 'অপু'কে নিয়ে ট্রিলজি তৈরি করেছিলেন। সেই জায়গায় 'অপু' আবার পর্দায় আনাটা কি বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে? আমি জানি বাঙালিরা সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে কতখানি আবেগ প্রবণ। তবে আমাদের ছবিটা বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল উপন্যাস অনুসরণেই হচ্ছে। কিন্তু আমরা 'অপু ট্রিলজি'র রিমেক করছি না। 'অপুর সংসার' ছবিটা যেখানে শেষ হচ্ছে মানে অপু কোলে তুলে নিচ্ছে কাজলকেসেখান থেকেই 'অভিযাত্রিক'-এর অভিযান শুরু। আসলে আমরা 'অপু ট্রিলজি'কে সামনে রেখে সত্যজিৎ রায়ের দেখানো পথেই এগোব। আঞ্চলিক ছবির প্রযোজনা বা পরিচালনায় এবার কি আপনাকে নিয়মিত পাওয়া যাবে? যদি কোনও বিষয় আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়, সে যে ভাষাতেই হোক না কেন, তাহলে আবার আঞ্চলিক ছবি প্রযোজনায় ফিরে আসব। বাংলার আর কোনও পরিচালকের সঙ্গে কি কাজের কথা হচ্ছে? না, এখনও কোনও কথা হয়নি। আগে 'অভিযাত্রিক' শেষ হোক, তারপর মন দেব। আপনার শেষ দেখা বাংলা ছবি? 'অটোগ্রাফ' দেখেছি, 'রাজকাহিনি' দেখেছি। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবি আমার ভাল লাগে। এবার তো 'গুমনামি' আসছে। বিষয়টা আমাদের কাছে একটা 'মিথ'। ছোটবেলায় গুরুজনদের কাছে গুমনামি বাবার অনেক গল্প শুনেছি। সৃজিত যেটা করেছে তাতে বেশ সাহসের পরিচয় আছে। কারণ 'গুমনামি' করতে সাহস লাগে। আর সেটাই আমার ভাল লেগেছে। বিতর্ক তো থাকবেই তবে আমি বলব সিনেমাটা শুধু একটা সিনেমাই। আপনার নতুন ছবির কাজ কী? আমার পরের ছবি বালি মাফিয়াদের নিয়ে। এখন চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। তবে অভিনেতা-অভিনেত্রী এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

পিটি উষা প্রসঙ্গে ক্যাটরিনা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: মাত্র তিন দিনের মধ্যে সলমান এবং ক্যাটরিনা অভিনীত "ভারত" ছবিটি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছে। ছবিটির সাফল্য উপভোগ করছেন ছবির কলাকুশলীরা। প্রথম দিনেই ছবিটি ৪২.৩০ কোটির ব্যবসা করে ফেলে। এরপর দুদিনের মধ্যে তা ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করে ফেলে। ফের একবার প্রথমসারির অভিনেত্রীদের তালিকায় ফিরে এসেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল, পিটি উষার বায়োপিকে কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল অভিনেত্রীকে। যদিও সেই বিষয়ে ক্যাটরিনা কোনও মন্তব্য করেননি। তবে এবার পিটি উষার বায়োপিক নিয়ে মুখ খুললেন বলিউডের "বার্বি গার্ল"।তিনি বলেন, "ছবি সই করার আগে আমি এই বিষয়ে কোনও আলোচনা করতে চাইনা। আমি নিশ্চয়ই করব, যদি ছবির কাহিনী ঠিক থাকে আমার জন্য।" তবে খুব শীঘ্রই তাঁকে দেখা যাবে রোহিত শেট্টির পরিচালিত "সূর্যবংশী" ছবিতে। অক্ষয়ের বিপরীতে তাঁকে দেখা যেতে চলেছে।জানা গিয়েছে, ষষ্ঠবার অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি। "নমাস্তে লন্ডন" দিয়ে অক্ষয়ের সঙ্গে প্রথম যাত্রা শুরু করেন। ছবিটি বক্স অফিসে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। এরপর "দে দানা দান", "ওয়েলকাম", "হামকো দিওয়ানা কার গায়ে", "তিস মার খান" এবং "সিং ইজ কিং" ছবিতে দেখা গিয়েছিল ক্যাট-অক্ষয়ের জুটিকে।

অক্ষয়ের মতো কিছুটা হলেও সফল হতে পারলে সিনেমা থেকে বিরতি নিয়ে নেব:তাপসী পান্নু

মহানগর ওয়েবডেস্ক: দক্ষিণী থেকে বলিউডে এসেছিলেন নিজের মাটি শক্ত করতে। মাটি শক্ত করেছেন বটেই পাশাপাশি বেশ কয়েকটি হিট ছবি দিয়েছেন তাপসী পান্নু। "চাশমে বাদ্দুর" ছবি দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেন তাপসী। ডেভিড ধাওয়ানের ছবি দিয়ে তিনি বলিপাড়ায় ডেবিউ করেছেন। এরপর "বেবি", "নাম হে শাবানা", "জুড়বা ২", "বাদলা", "পিঙ্ক"-এর মতো জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তবে বেশিরভাগ ছবিতে অক্ষয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন অভিনেত্রী। অক্ষয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাপসী। অভিনেতার কাজকে তিনি বেশ পছন্দ করেন।এক সাক্ষাতকারে তাপসী জানান, আমার সঙ্গে অক্ষয়ের বেশ ভালোই কথাবার্তা হয়। এই বছরে আমার চারটে ছবি মুক্তি পাবে। তবে মনে করি, যদি আমি অক্ষয়ের মতো কাজ করতে পারি অর্থাত আজ অক্ষয় যে স্থানে রয়েছে সেই স্থানে যেতে পারি তাহলে এরপর আমি কাজ থেকে বিরতি নিয়ে নেব। তিনি একসঙ্গে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন। এই বছরই মুক্তি পেয়েছে "বাদলা" ছবিটি। ছবিতে অমিতাভ বচ্চন এবং তাপসী পান্নুকে মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছে। ছবিটি বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করেছে।পাশাপাশি অনুরাগ কাশ্যপের ছবিতেও দেখা যাবে তাপসীকে। ছবিটি ২০১৯-এ মুক্তি পাবে।তাছাড়াও "মিশন "মঙ্গল" ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে অক্ষয়ের সঙ্গে। এই ছবিতে কাজ করছেন বিদ্যা বালন, সোনাক্ষী সিনহা, শারমান জোশি, কৃতি কুলহারি এবং নিত্যা মেনন। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ১৫ আগস্ট কিন্তু ১৫-র বদলে ছবি মুক্তি পেতে চলেছে ৯ আগস্ট।

জেনে নিন লাল খাবারের স্বাস্থ্যগুণ

যে কোনও রঙিন খাবারে পুষ্টিগুন অনেক বেশি থাকে। তা সে রঙিন ফলই হোক বা সবজি। আর বিশেষ বিশেষ রংয়ের খাবারে থাকে বিশেষ বিশেষ উপাদান। এদের মধ্যে লাল রংয়ের খাবার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, উপকারী ফ্যাট এবং প্রোটিনে ভরপুর। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: লাল রংয়ের খাবার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও আন্থোসায়ানিন সমৃদ্ধ, যার রয়েছে শক্তিশালী প্রদাহনাশক ক্ষমতা। এটি রক্ত বহন ও সংযোগস্থল সুরক্ষায় সাহায্য করে। এছাড়াও লাল খাবারে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট "লাইকোপেইন" যা ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে পরিচিত। পটাসিয়াম: হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখতে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে লাল খাবার বেশ উপকারী। কারণ এই ধরনের খাবার পটাশিয়ামে পূর্ণ থাকে। ফ্লাভোনয়েডস: শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টয়ের প্রভাব বাড়াতে ফ্লাভোনয়েডস" সাহায্য করে। লাল খাবারে "কুয়ার্সিটিন" নামক ফ্লাভোনয়েড পাওয়া যায়। এটি অ্যালার্জি এবং অ্যাজমার সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। ভিটামিনের উতস: লাল রংয়ের খাবার ভিটামিন "এ" এবং "সি"তে ভরপুর, যা ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়, হৃদরোগ এমনকি আর্থাইটিস রোগের ঝুঁকি কমায়। এই সকল ভিটামিন স্বাস্থ্যকর ত্বক, চুল এবং নখের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রোলাইট শরীরের অত্যাবশ্যকীয় কাজ করার জন্য দেহ কোষকে সক্রিয় থাকতে হয়। আর এই কোষকে সক্রিয় রাখতে ইলেক্ট্রোলাইট গুরুত্বপুর্ণ। লাল খাবার পটাশিয়াম, সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামে ভালো উতস। এসব উপাদান রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। লাল খাবারগুলো: চেরি, লাল-আপেল, টমেটো, কাঁচাপেঁয়াজ, স্ট্রবেরি, পাম, লাল-লঙ্কা, ডালিম,লাল-ক্যাপ্সিকাম, লাল-মটরশুঁটি, তরমুজ এবং লাল-বাঁধাকপি খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে দেহে উপরের উপাদানগুলোর অভাব পূর্ণ হবে।

রাগ নয়, যুক্তিতেই লক্ষ্যভেদ

রাগ মানুষের আবেগের অন্যতম এক স্বতস্ফূর্ত উপাদান। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের এই অনুভূতিটি সবল। তবে অনেক সময় রাগ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। যা ব্যক্তির জীবন ও বিভিন্ন সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকারক।

রাগ কী

রাগ এক প্রকার আবেগীয় বহিঃপ্রকাশ যা ব্যক্তির মনের অসহনীয় অবস্থা বা বিরক্তিবোধ থেকে উৎপত্তি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন কোনো ব্যক্তি রেগে যান তখন তার দেহে অ্যাড্রিনালিন ও নর অ্যাড্রিনালিন হরমোন নিঃসৃত হয়। একইসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের গতি ও রক্তচাপ বেড়ে যায়।

রাগ ও ক্ষোভ এক নয়

রাগ ও ক্ষোভ দু'টো এক নয়। তৎক্ষণাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির সাময়িক বহিঃপ্রকাশ হলো রাগ। এর সময়কাল স্বল্পকালীন।

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার পিএম মোদি খ্যাত অভিনেতা

আমিশা প্যাটেলের পর এবার প্রতারণার অভিযোগ উঠল আর এক বলিউড অভিনেতার বিরুদ্ধে। প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে "মার্ডার ২" অভিনেতা প্রশান্ত নারায়ণকে। কেরল পুলিশের তরফে জানানো হয়ছে, আপাতত অভিনেতাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখা হয়েছে।কেরল পুলিশের তরফে ইন্সপেক্টর প্রতাপ জানিয়েছেন, অভিনেতা প্রশান্তের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের হয়েছে। মালায়ালাম ছবির প্রযোজক থমাস পানিক্কর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ২০১৭ সালে একটি মালায়ালম ছবিতে অভিনয় করেছিলেন প্রশান্ত। ছবির পর প্রশান্ত ও থমাসের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়। অভিযোগ এরপর প্রশান্ত থমাসকে বলেন মুম্বইয়ে তাঁদের একটি কোম্পানি আছে। সেটি দেখভাল করেন তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুর। থমাস সেখানে পরিচালক হিসেবে কাজ করতে পারবেন। এরপর থমাস ১.২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন প্রশান্তের কোম্পানিতে। পরে থমাস জানতে পারেন, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।

অনলাইন বুকিংয়ে বাড়ছে আত্মহননের ঝুঁকি

বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে অনলাইন ক্রাইমের মাত্রা । তরুণ প্রজন্মের দিনের একটি বিরাট অংশ কেটে নিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো। সম্পর্ক গড়ার পাশাপাশি নানাবিধ ভাঙনও তৈরিহচ্ছে। বাড়ছে মানসিক স্ট্রেস। এই স্ট্রেটের অন্যতম কারণ অনলানি বুকিং।

অনলাইন বুকিং কী?

ইন্সট্যান্ট মেসেজিং,ই মেইল, চ্যাট রুম, ফেসবুক ও ট্যুইটারের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাউকে হুমকি, উৎপীড়ন, ভয় দেখানো বা হয়রানি করাকে সাইবার বুলিং বলে।

সাইবার বুলিং, বিভিন্ন রকম হতে পারে। হুমকি দেওয়া, উত্তেজনাকর অপমান, সাম্প্রদায়িক বা নৃত্বাত্বিক তিরস্কার, ভুক্তভোগীর কম্পিউটারে ভাইরাস সংক্রমণের চেষ্টা ইত্যাদি।

সাইবার বুলিং অপরাধীদের অধিকাংশই টিএনজার বা তরুণ প্রজন্ম। এক্ষেত্রে উৎপীড়ক একটি ফসল ইউজার নেম ব্যবহার করে আসল পরিচয় গোপন রাখো। যার ফলে ভুক্তভোগী আসল অপরাধীকে সহজে চিহ্নিত করতে পারে না। অনলাইনে প্রায় ৪৩ শতাংশ ছেলে মেয়েই এ উৎপীড়নের স্বীকার হয়। এটি প্রতি চরজনের মধ্যে একজনের বেলায় একবারের বেশি সময় বটে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দেশটির ৮০ শতাংশ বার তার বেশি টিনএনজাররা নিয়মিত মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। আর মোবাইলফোন সাইবার বুলিংয়ে সবচেয়ে কমন মাধ্যম। অন্যদিকে, ৬৮ শতাংশ টিনএজার সম্মত হয়েছে যে সাইবার বুলিং একটি বড় সমস্যা। ৮১ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অল্পবয়সী একমত হয়েছে, সরাসরি কাউকে উৎপীড়নের চাইতে অনলাইনে উত্যক্ত করা, ঠাট্টা, বা হাসি তামাসা করা সহজ। যার ফলে সমস্যাটি বাড়ছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, অনলাইন বুলিংয়ের ১০ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে মোটে একজন নিজেদের ভোগান্তির ব্যাপারে বাবা মা বা বিশ্বস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ্যদের অবগত করে।

গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, সাইবার বুলিংয়ের শিকার ও অপরাধী উভয় দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে মেয়েরা। শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৮ শতাংশ অনলাইনে কষ্টদায়ক উক্তির স্বীকার হয়েছে। এদের দশজনের মধ্যে আবার চারজন দুই বা ততোধিক খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছে।

দুর্ব্যবহার, উৎপীড়ন, ঠাট্টা, গসিপ দুই থেকে নয়বার বা তার বেশি হলে তা ব্যক্তির আত্মহননের ইচ্ছেকে বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

এছাড়া, সাইবার বুলিংয়ের স্বীকার করে ভুক্তভোগী সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল ও ইমোশনাল স্ট্রেস পিরিয়ড পার করতে পারে। বাড়তে পারে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স। যদিও উৎপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে একেকজনের প্রতিক্রিয়া একেকরকম । কিন্তু গবেষণায় কিছু সাধারণ ফলাফলেরক কথা বলা হয়েছে। মোটা দাগে বলা হয়েছে, সাইবার বুলিং হতে পারে গভীর বিষন্নতা ও দুঃশ্চিন্তার অন্যতম কারণ।

ত্বকের বয়স কমাবে লিচুর মাস্ক

বয়স ত্রিশ পার হলে ত্বকের স্বাভাবিক ইলাস্টিসিটি কমে যায়। আমাদের দেশে আবহাওয়া ও বিভিন্ন কারণে অনেকেই ত্রিশ পার হওয়ার আগেই এই সমস্যায় পড়েন। তবে এটাও ঠিক বয়সকে চাইএও্ও ধরে রাখা যায় না। ত্বকে যেন বয়সের ছাপ না পড়ে তার জন্য কত কিছুই না করে থাকেন আপনি। জানেন কি আপনার হাতের কাছেই একটি জিনিস আছে, যা দিয়ে আপনার বয়সকে ৪-৫ বছর কমিয়ে রাখতে পারবেন।এটি একটি ফল, যার নাম লিচু।যেভাবে ত্বকের বয়স কমাতে লিচুর মাস্কলিচুতে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট , ভিটামিন সি, পটাশিয়াম রয়েছে। এরাত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নিশ্চিত করে ত্বকের যৌবন ধরে রাখে। লিচুর এই উপাদানগুলো কাজ করে মুখেণ শুষ্কভাব দূর করতে, কপালের ভাজ পড়া, ঠোঁটের চার পাশের বলি রেখা, গলা এবং বুকের পিগমেন্টেশন দূর করতেও ভূমিকা রাখে। ত্বকের তৈলাক্ততা দূর করে বিধায়, লিচু খেলে ব্রণের উপদ্রবও কমে।

সোমবার শ্রমিক সংঘের উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

গুণমানসম্পন্ন বিতর্ক, খোলামেলা আলোচনা চাই সমস্ত বিষয়ে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): গুণমানসম্পন্ন আলোচনা ও বিতর্ক অতিব গুরুত্বপূর্ণঊ খোলামেলা আলোচনা চাই সমস্ত বিষয়েঊ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ সোমবার, ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনঊ শেষ হবে আগামী ১৩ ডিসেম্বরঊ সবমিলিয়ে মাত্র ২৬ দিনের জন্য সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বসবেঊ কাজের দিন ২০।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'এই অধিবেশন ২০১৯ সালের শেষ সংসদ অধিবেশনঊ এই অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এই অধিবেশনই রাজ্যসভার ২৫০ তম সংসদ অধিবেশনঊ এই অধিবেশন চলাকালীন, আগামী ২৬ তারিখ আমরা সংবিধান দিবস পালন করব-যখন আমাদের সংবিধানের ৭০ বছর পূর্ণ হবেঊ'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'বিগত কয়েকদিনে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আমি দেখা করার সুযোগ পেয়েছিঊ সমস্ত সাংসদদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সক্রিয়তার কারণে শেষ সংসদ অধিবেশন অসাধারণ ছিল, শুধুমাত্র সরকার অথবা ট্রেজারি বেঞ্চ নয় গোটা সংসদের খুব ভালো অর্জন লাভ হয়েছেঊ' শীতকালীন অধিবেশনে জম্মু ও কাশ্মীর ইস্যু এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে কোণঠাসা করতে মুখিয়ে রয়েছে বিরোধী সব রাজনৈতিক দলইঊ তার মধ্যেই এবারের শীতকালীন অধিবেশনে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, কর্পোরেট করে ছাড় দেওয়া এবং ই-সিগারেট নিষিদ্ধকরণ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করানোয় জোর দেবে কেন্দ্রঊ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'আমরা সমস্ত বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা চাইঊ গুণমান সম্পন্ন আলোচনা ও বিতর্ক হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণঊ সংসদে আলোচনা সমৃদ্ধ করতে প্রত্যেককে অবদান রাখতে হবেঊ'

আইএনএক্স মিডিয়া মামলা : জামিনের আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ পি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলায় (ইডি-র মামলা) গত ১৫ নভেম্বর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমের জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্টঊ পি চিদম্বরম সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন, সেই যুক্তিতেই আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতি মামলায় তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্টঊ এবার দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবং জামিনের আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন পি চিদম্বরমঊ মঙ্গলবার অথবা বুধবার প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে পি চিদম্বরমের আবেদনের শুনানির সম্ভাবনা রয়েছেঊ

আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় গত ১৫ নভেম্বর পি চিদম্বরমের জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্টঊ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্টের শরনাপন্ন হন পি চিদম্বরমঊ প্রবীণ কংগ্রেস নেতার আবেদন শুনতে সম্মত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ মঙ্গলবার অথবা বুধবার পি চিদম্বরমের আবেদনের শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চেঊ

উল্লেখ্য, আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর মামলায় এই মুহূর্তে তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন পি চিদম্বরমঊ গত সপ্তাহেই পি চিদম্বরমের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের সময়সীমা আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতঊ সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করার পরে গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকেই তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন পি চিদম্বরম

মেলেনি অনুমতি, প্রস্তাবিত অযোধ্যা সফর বাতিল করলেন উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): প্রস্তাবিত অযোধ্যা সফর বাতিল করলেন শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরেঊ নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণেই প্রস্তাবিত অযোধ্যা সফর বাতিল করেছেন শিবসেনা প্রধানঊ সোমবার শিবসেনা সূত্রে এমনই জানা গিয়েছেঊ আগামী ২৪ নভেম্বর উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় যাওয়ার কথা ছিল শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরেরঊ কিন্তু, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে প্রস্তাবিত সফর বাতিল করেছেন শিবসেনা প্রধানঊ

শিবসেনা সূত্রের খবর, 'অযোধ্যায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে, নিরাপত্তা সংস্থার কাছ থেকে অযোধ্যা যাওয়ার অনুমতি পাননি শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরেঊ' সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতাও, অযোধ্যা সফর বাতিল করার অন্যতম কারণ হতে পারেঊ প্রসঙ্গত, অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণার দিনই শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, ২৪ নভেম্বর অযোধ্যা সফরে যাবেন তিনিঊ কিন্তু, প্রস্তাবিত অযোধ্যা সফর বাতিল করলেন শিবসেনা সুপ্রিমো

দু''দিন বন্ধ থাকার পর দিল্লিতে ফের খুলল স্কুল, বায়ুদূষণ থেকে খানিকটা স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): মাত্রাতিরিক্ত বায়ুদূষণের জেরে গত ১৪ ও ১৫ নভেম্বর (শুক্রবার ও শনিবার) দিল্লি-এনসিআর-এর সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল। দু''দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার সকাল থেকে দিল্লিতে পুনরায় খুলল স্কুল। দু''দিন পর স্কুল খোলায় পড়ুয়াদের মধ্যেও উপস্থিতি বেশ ভালোই লক্ষ্য করা গিয়েছে। বহু পড়ুয়ার মুখে এদিন মুখোশ দেখা যায়নি। স্কুল খুললেও দিল্লির বাতাস এখনও ''সামান্য দূষিতই''। ধোঁয়াশা এবং দূষণ থেকে রাজধানীর মানুষজন খানিকটা স্বস্তি পেয়েছেন ঠিকই, তবে কিছু কিছু এলাকার বাতাস এখনও ''মন্দ''। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকালে দিল্লির আর কে পুরমে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) ছিল ১৮৪, যা ''সহনীয়''। কিন্তু, আইটিও-তে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) ছিল ২১৫, যা ''মন্দ''।

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে উত্তপ্ত হংকংয়ের পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়

হংকং, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে উত্তপ্ত হংকংয়ের পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয় ঊ সোমবার সেখানে নতুন করে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই সংঘর্ষে ছাত্রদের প্রতিহত করতে রাবার বুলেট,জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে দাঙ্গা পুলিশ ।শিক্ষার্থীরা পাল্টা জবাবে বিভিন্ন গাড়ি ও স্থাপনা লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছোড়ে ও প্রধান গেটে আগুন ধরিয়ে দেয়।

জানা গেছে, সরকারবিরোধী বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেওয়ায় গত সপ্তাহেই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে হংকংয়ের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তবে, ক্যাম্পাস ছাড়েনি পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা। এই অবস্থায় সোমবার ভোরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। এসময়, কিছু শিক্ষার্থী বাইরে বের হতে চাইলে তাদের ওপর রাবার বুলেট, জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে দাঙ্গা পুলিশ। ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে শিক্ষার্থীরা পাল্টা জবাবে বিভিন্ন গাড়ি ও স্থাপনা লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছোড়ে ও প্রধান গেটে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এরপর থেকে থেকেই শহরের ভেতর গুলির শব্দ পাওয়া গেছে ও আগুন দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ এলাকাই শিক্ষার্থীরা দখল করে নিয়েছে। প্রধান গেটগুলোতে ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। সোমবার ভোরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের রেশ খানিকটা কেটে গেলে ক্যাম্পাস ছেড়ে বের হওয়ার চেষ্টা করেন কিছু শিক্ষার্থী। কিন্তু, পুলিশের বাধার মুখে বাইরে বের হতে পারেননি তারা। আর পুলিশ ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করলেই তাদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়ছেন আন্দোলনকারীরা।

সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রফেসর জিং গুয়াং ত্যাং এক ভিডিওবার্তায় জানান, শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাম্পাস ছাড়তে চাইলে তিনি সর্বাত্মক সাহায্য করবেন। নিজে পুলিশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অভিযোগ যেন না হয়, সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা কিছু জানাননি। কিন্তু ক্যাম্পাস ছাড়ার চেষ্টাও করছে না তারা।

উল্লেখ্য, এই বিক্ষোভের শুরু পাঁচ মাস আগে অপরাধী প্রত্যর্পণ বিল সংশোধনকে কেন্দ্র করে। বিলটিতে বলা ছিল, বিশেষ পরিস্থিতিতে

ছয়ের পাতায়

বিহারের সীতামঢ়ী থেকে জয়পুর যাওয়ার পথে বাস উল্টে মৃত্যু ৫ জনের, আহত ১২ জন

কুশীনগর (উত্তর প্রদেশ), ১৮ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের সীতামঢ়ী থেকে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর যাওয়ার পথে উত্তর প্রদেশের কুশীনগরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি লাক্সারি বাসঊ ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এছাড়াও কমপক্ষে ১২ জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কুশীনগর জেলার হেতিমপুর মুজহনা টোল প্লাজার সন্নিকটেঊ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে কমপক্ষে ৮০ জন যাত্রী ছিলেনঊ মৃতদের মধ্যে ৪ জনের বাড়ি মহারাজগঞ্জ জেলায়ঊ

জয়পুরের বাসিন্দা মনু (৩০) ঠিকাদারের কাজ করেনঊ মহারাজগঞ্জ এবং বিহারের যুবকদের নিয়ে কর্মসংস্থানের জন্য লাক্সারি বাসে (আরজে-২১-পিএ-৫০০০) করে জয়পুর অভিমুখে যাচ্ছিলেন তিনিঊ বিহারের সীতামঢ়ী থেকে রাজস্থানের জয়পুর অভিমুখে যাচ্ছিল বাসটিঊ রবিবার রাতে হেতিমপুর মুজহনা টোল প্লাজার সন্নিকটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২৮ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর বাসটি উল্টে যায়ঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনেরঊ গুরুতর আহত অবস্থায় কমপক্ষে ১২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাজেশ (২০), গুড্ডু (৩৩) এবং ধীরজ (১৪) নামে ৩ জনেরঊ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সুরজ (১৮)-সহ আরও দু'জনের।

অসমের দুই পার্বত্য জেলা ডিমা হাসাও এবং কার্বি-আংলংকে ক্যাব-এর বাইরে রাখার দাবি কংগ্রেসের

হাফলং (অসম), ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের দুই পার্বত্য জেলা ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলংকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব)-এর বাইরে রাখার দাবি তুলেছে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস। দীর্ঘদিন থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে আসছে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস। তাই এবার এই বিলের বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর কাছে এ ব্যাপারে স্মারকপত্র পাঠিয়েছে জেলা কংগ্রেস।

ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল লাংথাসা বলেন, 'বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা সব সময় করে আসছে কংগ্রেস দল। তবে এই বিল পাস হলেও ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলং জেলাকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বাইরে রাখতে হবে।' সোমবার এ ব্যাপারে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল লাংথাসা এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সদস্য ডেনিয়েল লাংথাসার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মাধ্যমে এক স্মারকপত্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর উদ্দেশ্যে প্রদান করে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্রে প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব)-এর বাইরে ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলং জেলাকে সর্বোতভাবে বাইরে রাখার দাবি জানানো হয়েছে।

কাবুলে মিলিটারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাছে গ্রেনেড হামলা, ৪ জন আফগান সৈনিক-সহ আহত ৫

কাবুল, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): ফের সন্ত্রাসী হামলা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলেঊ সোমবার সকালে কাবুলের পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট ১৯ (পিডি ১৯)-এর অন্তর্গত মিলিটারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাছে গ্রেনেড হামলায় আহত হলেন ৪ জন আফগান সৈনিক এবং একজন সাধারণ নাগরিকঊ আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ মোটরবাইক আরোহী সন্দেহভাজন গ্রেনেড নিক্ষেপ করেঊ গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয় মিলিটারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাছে।

গ্রেনেড বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ওই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা ৪ জন আফগান সৈনিক এবং একজন সাধারণ নাগরিকঊ গ্রেনেড ছোড়ার পরই ওই সন্দেহভাজন পালিয়ে যায়ঊ বিস্ফোরণের পরই ওই এলাকার নিরাপত্তা বাড়ানো হয়ঊ এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনিঊ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ৪ জন আফগান সৈনিক এবং একজন সাধারণ নাগরিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শুরু হল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন, শেষ হবে ১৩ ডিসেম্বর

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর (হি.স.): সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের এবার মেয়াদ কমিয়েছে সরকারঊ মাত্র চার সপ্তাহের সংসদের শীতকালীন অধিবেশনঊ সোমবার, ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হল সংসদের শীতকালীন অধিবেশনঊ শেষ হবে আগামী ১৩ ডিসেম্বরঊ সবমিলিয়ে মাত্র ২৬ দিনের জন্য সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বসবেঊ কাজের দিন ২০ঊ

শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রথম দিনই, সোমবার জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল-পরবর্তী অস্থিরতা নিয়ে লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনল কংগ্রেসঊ ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতাদের আটক করা নিয়ে লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব এনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। জম্মু ও কাশ্মীর ইস্যুতে সংসদের চত্বরে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন রাজ্যসভার সাংসদ নাজির আহমেদ লাওয়াই এবং মীর মহম্মদ ফায়াজঊ এছাড়াও মহারাষ্ট্রে প্রবল বর্ষণে ফসল ক্ষতির প্রেক্ষিতে লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব এনেছে শিবসেনাঊ

শীতকালীন অধিবেশনে জম্মু ও কাশ্মীর ইস্যু এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে কোণঠাসা করতে মুখিয়ে রয়েছে বিরোধী সব রাজনৈতিক দলইঊ তার মধ্যেই এবারের শীতকালীন অধিবেশনে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, কর্পোরেট করে ছাড় দেওয়া এবং ই-সিগারেট নিষিদ্ধকরণ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করানোয় জোর দেবে কেন্দ্র

গগৈয়ের পর এস এ বোবদে, শপথ নিলেন ৪৭ তম প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): রঞ্জন গগৈয়ের পর দেশের শীর্ষ আদালত, সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন শরদ অরবিন্দ বোবদেঊ বোবদে দেশের ৪৭ তম প্রধান বিচারপতি হলেনঊ তিনি রঞ্জন গগৈয়ের স্থলাভিষিক্ত হলেনঊ সোমবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে সুপ্রিম কোর্টের ৪৭ তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন এস এ বোবদেঊ আগামী ১৭ মাস ওই পদে থাকবেন বোবদেঊ তিনি অবসর নেবেন ২০২১ সালের ২৩ এপ্রিলঊ

সোমবার সকালেই রাষ্ট্রপতি ভবনে এসে পৌঁছন বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদেঊ রাষ্ট্রপতি ভবনে শরদ অরবিন্দ বোবদে-কে সুপ্রিম কোর্টের ৪৭ তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিশিষ্টজনরাঊ

সুপ্রিম কোর্টের ৪৭ তম প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদের জন্ম হয়েছিল মহারাষ্ট্রের নাগপুরে, ১৯৫৬ সালের ২৪ এপ্রিলঊ ২০০০ সালে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে তিনি বম্বে হাইকোর্টে কাজ শুরু করেনঊ বছর দু'য়েক পরে তিনি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপত্র পানঊ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিচারপতি বোবদেঊ তার মধ্যে রয়েছে অযোধ্যা মামলা, বিসিসিআই মামলা প্রভৃতিঊ সুপ্রিম

ছয়ের পাতায়

দিল্লির আকাশ পরিষ্কার, জোড়-বিজোড় নীতির আর প্রয়োজন নেই : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): ধোঁয়াশা ও দূষণ থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পাচ্ছে রাজধানী দিল্লিঊ রাজধানীর আকাশ ফের পরিষ্কার হয়ে উঠেছেঊ তাই দিল্লির রাস্তায় জোড়-বিজোড় পরিবহণ নীতির আর প্রয়োজনীয়তা নেই বলেই মনে করছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালঊ জোড়-বিজোড় নীতি নিয়ে সোমবারই পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানোর কথা ছিল দিল্লি সরকারেরঊ সেই মতো এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালঊ সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'আকাশ এখন পরিষ্কার, তাই জোড়-বিজোড় পরিবহণ নীতির আর কোনও প্রয়োজন নেইঊ' ট্যাপ জলের গুণমানের ক্ষেত্রে দিল্লির স্থান এখন তলানিতে, এ প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, '১১টি নমুনার উপর ভিত্তি করে কোনও শহরের জলের গুণমানকে বিচার করা যায় নাঊ তাছাড়া কোথা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা জানাননি রামবিলাস পাসোয়ানজিঊ দিল্লির প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে আমি পাঁচটি নমুনা সংগ্রহ করব, সেই সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করা হবে এবং জনসমক্ষে তথ্য জানানো হবেঊ' প্রসঙ্গত, বায়ুদূষণ থেকে মুক্তি পেতে গত ৪ নভেম্বর থেকে দিল্লির রাস্তায় চালু হয়েছিল জোড়-বিজোড় পরিবহণ নীতিঊ ৪ নভেম্বর থেকে চালু হওয়া জোড়-বিজোড় পরিবহণ নীতি গত ১৫ নভেম্বর সমাপ্ত হয়ঊ ধীরে ধীরে দিল্লির আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় সোমবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানালেন, জোড়-বিজোড় নীতির আর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেহ

বিশুদ্ধ জল ও বাতাসের অধিকার থাকা উচিত দেশের প্রতিটি নাগরিকের : আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): স্বচ্ছ আবহাওয়ায় শ্বাস নেওয়া এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অধিকার থাকা উচিত দেশের প্রতিটি নাগরিকেরঊ সোমবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায়, দেশে ক্রমবর্ধমান বিপদজনক মাত্রায় পৌঁছে যাওয়া দূষণ ইস্যু উত্থাপন করে এমনই দাবি জানিয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহাঊ সাংসদ আর কে সিনহা খুব শীঘ্রই এই ইস্যুকে প্রাইভেট মেম্বার বিলের আওতায় সংসদে উত্থাপন করবেনঊ

সোমবার রাজ্যসভার জিরো আওয়ার চলাকালীন সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, দেশের প্রত্যেকের যখন বাক স্বাধীনতা, তথ্য জানার অধিকার এবং অন্যান্য বিষয়ের অধিকার রয়েছে, তাহলে স্বচ্ছ আবহাওয়ায় শ্বাস নেওয়া এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অধিকার কেন থাকবে না? তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন, দেশে বিকাশ এবং অন্যান্য আধুনিক কার্যক্রম কাদের জন্য এবং কী জন্য নেওয়া হচ্ছে? দেশে স্বচ্ছ বাতাস এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য এয়ার পিউরিফায়ার অথবা মাস্ক ইত্যাদি ক্রয় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়ঊ এমন পরিস্থিতিতে যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে প্রত্যেকেই স্বচ্ছ বাতাস এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা ভোগ করতে পারেনঊ সাংসদ আর কে সিনহা আরও বলেছেন, খুব শীঘ্রই তিনি এই বিষয়টি প্রাইভেট সদস্য বিলের আওতায় উত্থাপন করবেনঊ

প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে দেশের বায়ুদূষণ উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছেঊ দিল্লি-এনসিআর-এ শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে সাধারণ মানুষেরঊ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন, শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রথম দিনই রাজ্যসভায় এই বিষয়টি উত্থাপন করলেন সাংসদ আর কে সিনহাঊ রাজ্যসভায় এই ইস্যুটি উত্থাপন করার কথা ছিল অপর একজন সাংসদ কে টি এস তুলসীরঊ কিন্তু, সাংসদ আর কে সিনহার নাম তাঁর আগেই ছিলঊ

নানা অভিযোগে অভিযুক্ত পাথারকান্দি থানার এসআই উৎপল চন্দ ক্লোজড

পাথারকান্দি (অসম), ১৮ নভেম্বর (হি. স.) : নানা অভিযোগে অভিযুক্ত পাথারকান্দি থানার সাব-ইনস্পেক্টর উৎপল চন্দকে ক্লোজ করেছেন করিমগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়। এসআই উৎপল চন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিভিন্ন ধরনের অবৈধ সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত হয়ে মোটা অঙ্কের টাকা কামাই করা ছাড়াও নানা অপরাধে আটক অভিযুক্তদের কাছ থেকেও মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে মামলার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন তিনি। এ ধরনের বহু অভিযোগ করিমগঞ্জের সিজেএম আদালতে দায়ের করা হয়েছিল। এর ভিত্তিতে জেলার পুলিশ প্রশাসন এসআই উৎপল চন্দকে ক্লোজ করেছে। সে অনুযায়ী সোমবার তাঁকে জেলার পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়ের করিমগঞ্জের রিজার্ভে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ অক্টোবর করিমগঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে বিজেপি-র সংখ্যালঘু নেতা ইকবাল বাহার এসআই উৎপল চন্দের নামে নানা অভিযোগ উত্থাপিত করে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০বি, ৩৬৪এ, ৩৬৮, ৩৮৭, ৩৮৯ আরডব্লিউ সেকশন ২২বি অ্যান্ড সিএন ডিসিএস অ্যাক্ট অ্যান্ড আরডব্লিউ সেকশন ৮/১৩ অনুযায়ী প্রিভেনশন অব করাপশন অ্যাক্ট-এর ধারার মামলা দায়ের করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায় তাঁকে ক্লোজ করেছেন বলে জানা গেছে।

এছাড়া গত সাত মাস আগে তিনি এসআই পদে পাথারকান্দি থানায় কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই খাকি উর্দির দাপট দেখিয়ে একের পর এক কেলেঙ্কারি সংগঠিত বলে সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা ইকবাল বাহার। এমন-কি মোটা অর্থের বিনিময়ে এই এসআই অপরাধীদের দমিয়ে রাখার পরিবর্তে পরোক্ষ তাদের মদত জোগাতেন বলেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

পাথারকান্দি থানা এলাকায় চলমান গরু সিন্ডিকেট, মদ, জুয়া, তির ও ড্রাগস-সহ নানা অপরাধ জগতের সাথে উৎপল দন্দের দহরম মহরম ছিল। সব জায়গা থেকে মাসিক হারে মোটা অঙ্কের তোলা আদায়ের মতো অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে। ইকবাল আরও অভিযোগ করেছিলেন, নিজের পকেট ভারী করা ছাড়াও নানাভাবে তিনি পাথারকান্দি থানার ওসি ও জেলা সদরের পুলিশ প্রশাসনের জনৈক দাপুটে আধিকারিককেও ম্যানেজ করে চলতেন।

উৎপল চন্দকে ক্লোজ করায় সচেতন মহল খুশি বলে জানা গেছে।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে এসআই উৎপল চন্দেরর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, যারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছে তারা ধুয়ো তুলসি পাতা সেজে উলটে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে। নিজেকে নির্দোষ বলে জানান, গোটা বিষয় একদিন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

শাহীন-১ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল ট্রেনিং উৎক্ষেপণ করল পাকিস্তান : আইএসপিআর

রাওয়ালপিন্ডি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): সারফেস-টু-সারফেস শাহীন-১ ব্যালিস্টিক মিশাইল উৎক্ষেপণে সাফল্য পেল পাকিস্তানঊ শাহীন-১ ব্যালিস্টিক মিশাইলের 'ট্রেনিং লঞ্চ' সফলভাবে সম্পন্ন করেছে পাকিস্তানঊ সোমবার টুইট করে এই তথ্য দিয়েছেন ডিরেক্টর জেনারেল ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স (আইএসপিআর) মেজর জেনারেল আসিফ ঘারুরঊ

পাকিস্তানের প্রধান মিলিটারি মিডিয়া শাখার মুখপাত্র মেজর জেনারেল আসিফ ঘারুর মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছেন, সারফেস-টু-সারফেস শাহীন-১ ব্যালিস্টিক মিশাইল উৎক্ষেপণে সাফল্য পেয়েছে পাকিস্তানঊ ৬৫০ কিলোমিটারের রেঞ্জের মধ্যে আঘাত হানতে সক্ষম সারফেস-টু-সারফেস শাহীন-১ ব্যালিস্টিক মিশাইলঊ তিনি জানিয়েছেন, এই উৎক্ষেপণের লক্ষ্য ছিল পাক সেনাবাহিনীর স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ড (এএসএফসি)-এর অপারেশনাল প্রস্তুতি পরীক্ষা করাঊ

হাতির পিঠে চড়ে কাজিরঙার মনোরম দৃশ্য উপভোগ সপত্নীক রাজ্যপাল জগদীশ মুখির

কাজিরঙা (অসম), ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : হাতির পিঠে চড়ে কাজিরঙার নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করেছেন সপত্নীক রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি। পত্নী প্রেম (গ্রোভার) মুখিকে সঙ্গে নিয়ে রবিবার দুদিবসীয় ব্যক্তিগত সফরে কাজিরঙায় এসেছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখি। সোমবার সকালে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে হাতি সাফারি করেন তিনি। উদ্যানের কহঁরা বনাঞ্চলের মিহিমুখে হাতি সাফারি করে আপ্লুত রাজ্যপাল আপেক্ষমান সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেন তিনি।

রাজ্যপাল বলেন, অসমের সার্বিক পরিবেশ এখন শান্ত। তাই দেশি বিদেশি পর্যটকরা এখন আর অসমে আসতে পান না। তবু এই পরিবেশকে আরও সাবলীল করতে হবে। হাতির পিঠে চড়ে তাঁর দারুণ সুখানুভূতি হয়েছে বলে জানান। রাজ্যপাল বলেন, সাম্প্রতিক বন্যায় বিধ্বস্ত কাজিরঙার পরিস্থিতি ক্রমশ উন্নত হয়েছে। সরকার ক্ষিপ্রগতিতে বিধ্বস্ত এলাকাগুলোকে সারিয়ে তোলায় পর্যটকদের সুবিধা হবে। তিনি বলেন, কাজিরঙায় নতুন করে ৩৩টি হাইল্যান্ড তৈরি করায় তুলনামূলকভাবে অন্য বছরের চেয়ে এবারের বন্যায় জীবজন্তুর মৃত্যু কম হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে রাজ্যপাল বলেন, তাঁর কাছে যে তথ্য এসেছে, তাতে কাজিরঙায় এবার এই মরশুমে অন্য বছরের চেয়ে বেশি দেশি বিদেশি পর্যটকরা এসেছেন। এটা ভালো লক্ষণ। বিশেষ করে চীন থেকে পর্যটকের দল আসছে দেখে তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকেও কয়েকজন পর্যটকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে কাজিরঙায়।

এদিকে রাজ্যপালের সফরসঙ্গী কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের অধিকর্তা পি শিবকুমার জানান, উদ্যানের প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়ার দিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ১,৪০০ বিদেশি পর্যটক এসেছেন কাজিরঙায়। আজ কহঁরা বনাঞ্চলে হাতির সওয়ার হয়েছেন ৩৮ জন বিদেশি পর্যটক।

প্রসঙ্গত, রবিবার দু-দিনের সফরে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে এসেছিলেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পত্নী প্রেম (গ্রোভার) মুখি। গতকাল বিকেলের দিকে একান্ত ব্যক্তিগত সফরে সপত্নীক রাজ্যপাল প্রথমে আসেন অগরাতলি বনাঞ্চলে। সেখানে ঘুরে ঘুরে বনাঞ্চলের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করেছেন তাঁরা। আজ তাঁরা এখানে হাতি সাফারি করেছেন। এর পর যান বাগরি বনাঞ্চলে।

দুদিনের ব্যক্তিগত সফরসূচিতে পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে বোকাখাতের বিহরা চা বাগানে যান রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি। বিহরা চা বাগানে অতিথিশালায় মধ্যাহ্ন ভোজন করে বিকেলে আসেন কাজিরঙার অগরাতলি বনাঞ্চলে। অগরাতলি বনাঞ্চলে একশৃঙ্গের গণ্ডার, হাতি, ভিন্ন প্রজাতির মহিষ, হরিণ ইত্যাদি জীবজন্তু ও নানা প্রজাতির পাখি দেখে আপ্লুত হয়ে যান রাজ্যপাল।

গতকাল রাতে বিহরা চা বাগানের অতিথিশালায় কাটিয়ে আজ সকালে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের কহঁরায় মিহিমুখে হাতি সাফারি ছাড়াও বাগরি বনাঞ্চলের পরিবেশ উপভোগ করেছেন সপত্নীক রাজ্যপাল। কাজিরঙা দর্শনের পর বিহরা চা বাগানের অতিথিশালায় ভোজন করে ফের গুয়াহাটির উদ্দেশে রওয়ানা হয়েন অধ্যাপক জগদীশ মুখি।

পলিটেকনিক বিশ্ববিদ্যালয়

পাচের পাতার পর

অপরাধীদের হংকংয়ে বিচার না করে চীনের মূল ভূখণ্ডে হস্তান্তর করা যাবে। এতে 'এক দেশ দুই নীতি' ব্যবস্থায় হংকং পূর্ণস্বায়ত্তশাসন হারাবে বলে আওয়াজ ওঠে। বিক্ষোভকারীদের চলমান আন্দোলনের মুখে বিলটি প্রত্যাহার করে নিলেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়নি। চলতি মাসের শুরু থেকে সবার ভোটাধিকার, আন্দোলনের স্বাধীন তদন্ত ও আটক বিক্ষোভকারীদের ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে নতুন করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

প্রধান বিচারপতি

পাচের পাতার পর

কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি বোবদের নিয়োগের সুপারিশ করেছিলেন বিদায়ী প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈঊ ১৭ নভেম্বর অবসর নিয়েছেন রঞ্জন গগৈ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অতিরিক্ত স্যালাইন দেওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে লেকটাউনের তিন বছরের শিশুর, দাবি অতীনের

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর(হি.স.): ডেঙ্গুতে নয় বরং অতিরিক্ত স্যালাইন দেওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে তিন বছরের শিশু অহর্ষি ধরেরঊ সোমবার এমনটাই দাবি করলেন কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষঊ জানা গেছে, ১৩ নভেম্বর থেকে শিশুটির চিকিৎসা চলছিল । গতকাল থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে শিশুটিকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। দিন অতীন বাবু অভিযোগকরে জানান, " বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামোগত অনেক সমস্যার কারণে বহু প্রাণ অকালে চলে যাচ্ছেঊ যে পরিমান দক্ষতার লোক থাকা দরকার সেই অনুযায়ী দক্ষ লোক না থাকায় মৃত্যুর হার বাড়ছেঊ" পাশাপাশি অতীনবাবুর দাবি, "লেকটাউনের যে তিন বছরের বাছাটি,মারা গেছে তার পরিবার সূত্রে জানতে পেরেছি অতিরিক্ত ফ্লুরাইডের কারণে বাচ্চাটির বুকে জল জমে সে মারা গেছেঊ এর দায়িত্ব অবশ্যই হাসপাতালকে নিতে হবেঊ" যথার্থ নার্সিং হয়নি বলেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলেই দাবি ডেপুটি মেয়রেরঊ অপরদিকে, পরিবার সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছে লেকটাউনের বাসিন্দা অহর্ষির জ্বর হওয়ার পর তার রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছিল। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টে ডেঙ্গি ধরা পড়ে। এরপর তাকে পার্কসার্কাসের বেসরকারি শিশু হাসপাতালে ভরতি করানো হয়েছিল। এমনকি সেই হাসপাতালের

নিরবচ্ছিন্ন

● প্রথম পাতার পর

অলক-সহ বিদ্যুৎ নিগমের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইন্দিরা - ভারতের এক অধ্যায়

২-এর পাতার পর।।

পড়ে। পার্টির কর্মকর্তা ও পদাধিকারি দের ভীর ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী কে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না। ইন্দিরা গান্ধীর একটাই দাবি এরেস্ট ওয়ারেন্ট দেখাতে হবে, কিন্তু সিবিআই এবং পুলিশ শুধুমাত্র চজ্জট্ট এর কপি দেখান এবং কোন কপি দেওয়া যাবেনা বলে জানান। ইন্দিরা গান্ধী রাগান্বিত হয়ে জানতে চাইলেন "এটা কী নতুন চৌধুরী আইন"? এবং বলেন তবে হাতকড়া পরিয়ে গ্রেপ্তের করতে হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নির্দেশ জওহরলাল নেহরুর কন্যা যিনি ১১ বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে যেন গ্রেপ্তের করা না হয়। অবশেষে সন্ধ্যা ৭ টায় ইন্দিরা গান্ধী নিজে গাড়িতে বসে গ্রেপ্তার বরন করেন। কিন্তু পরদিনই কোর্ট থেকে ছাড় পেয়ে যান।

জারাইন্দিরা গান্ধীর বিরুধে ছিল, তারা পরবর্তী সময়ে বিভক্ত হয়ে যান। ৩ বছরের মধ্যে মোরারজি দেশাইয়ের সরকার ভেঙ্গে যায়। তখন মোরারজি দেশাই চৌধুরী চরণ সিং এর নেতৃত্বে সরকার গঠন করেন এবং বাইরে থেকে তাঁকে সমর্থন করেন। কিন্তু এই সরকার ও ৬ মাসের মধ্যে ভেঙ্গে যায়।

১৯৮০ সালে পুনরায় নির্বাচন হয় কংগ্রেস শ্লোগান দেয় "ইন্দিরা লাও দেশ বাচাও" ইন্দিরা গান্ধীর প্রচেষ্টায় তখন কংগ্রেস ৩৭৪ আসনে জয়লাব করেন। এরই মধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সাঞ্জয় গান্ধীর।

ইন্দিরা গান্ধী ছেলের মৃত্যু শুকে কাতর হয়ে পড়েন। ইন্দিরা সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছিলেন। যে ছেলে কে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী বানাতে চেয়েছিলেন, সে ছেলে সারা জীবনের মত তাঁর থেকে দূরে চলে যায়।

যে বড় ছেলে রাজীব গান্ধী কে তিনি সবসময় রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন, সেই রাজীব গান্ধী কে ফিরে আসতে বলা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। তখন রাজীব গান্ধী "Indian Airlines" এর পাইলট ছিলেন, রাজীব গান্ধী ও একা মা কে সঙ্গ দিতে স্ত্রী ও সন্তান দের নিয়ে ফিরে আসেন। ১১ মে ১৯৮১ সালে রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে সম্পূর্ণ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ইন্দিরা গান্ধীর জীবনটা খুবই আলাদা ছিল দুঃখ, কষ্ট, আদর, ভালোবাসা, সংগ্রাম সবকিছু মিলিয়ে ছিল। কিন্তু ৮০র দশক গান্ধী পরিবারের জন্য প্রতিকূল অবস্থা ঠিক করে রেখেছিল। পূর্ব পাঞ্জাবে আতংবাদ বেড়ে উঠেছিল। কোন একসময়ে ইন্দিরা গান্ধীর কাছের লোক জার্নাল সিং ভিন্দ্রাওয়ালা পুরো পাঞ্জাবে আতঙ্কবাদের পথে ঠেলে দিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। পাঞ্জাব কে আতঙ্কবাদের হাত থেকে রক্ষ্যা করতে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধী সেই পরিস্থিতিতে ভারতের সেনার সাহায্য নেওয়াটাই উচিৎ বলে মনে করেন, আর এরনাম দেওয়া হয় "Operation Bluestar" উগ্রবাদীরা তাঁদের লোকজনদের নিয়ে পাঞ্জাবেন স্বর্ণ মন্দিরে লুকিয়েছিলেন। ৫ জুন ভারতীয় সেনা স্বর্ণ মন্দিরের ভিতরে ঢুকে পড়েন এচত অনেক গুলাগুলি হয় এবং সব উগ্রবাদীরা মারা যান। এই ঘটনার পর ইন্দিরা গান্ধী মানোসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন। পাঞ্জাবের উগ্রবাদ তখনো শান্ত হয়ে যায়নি। ভারতীয় সুরক্ষা সংস্থা থেকে ইন্দিরা গান্ধীর প্রান হানির সম্ভাবনার আঁচ করেন। দেহরক্ষীদের মধ্যে থাকা দুজন শিখ দেহরক্ষীদের সরিয়ে দেওয়া হয়। এই খবর ইন্দিরা গান্ধীর কানে গেলে তিনি খুব রেগে যান। এবং শিখ দেহরক্ষীদের ফিরিয়ে আনার আদেশ দেন। তখন ইন্দিরা গান্ধী বিমর্শ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর সব ভাষণে নিজের মৃত্যুর কথা বলতে লাগেলেন।

৩০/১০/১৯৮৪ ভুবনেশরের জনসভায় ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী — "I Shall Continue to serve until my last breath and when I die– I can say– that every drop of my blood will invigorate India and strengthen it"

ইন্দিরা গান্ধী এই ভাষণ ঠিক তাঁর মৃত্যুর একদিন আগে দিয়েছিলেন। হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। কে জানতেন যে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মৃত্যুর ভবিষ্যৎ বানী করছিলেন। ৩০ অক্টোবর অনেয়াক রাতে ইন্দিরা গান্ধী ঘুমতে যান ও যাওয়ার আগে তাঁর সহায়ক আর কে ধাওয়ান কে পরদিনের সব সাক্ষাৎ বাতিল করে দিতে বলেন। শুধু বি বি সির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলেন।

৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪- ১ সাফদরজংগ রোড, সকাল ৯ টা

ইন্দিরা গান্ধী তৈরি হয়ে বি বি সির এক সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাড়ি থেকে বেরন। তাঁর সহায়ক আর কে ধবন তার সঙ্গে ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী গেইটে পৌঁছানোর আগেই তার দু দেহরক্ষী বিয়ন্ত সিং, এবং সতবন্ত সিং তার উপর গুলি চালাতে শুরু করে, ২৫ সেকেন্টের মধ্যে প্রায় ৩০ টি গুল লাগে ইন্দিরা গান্ধীর দেহে। সেখানে তার বাকি দেহরক্ষীরা সতবন্ত সিং কে গুলি করে মেরে ফেলেন এবং বিয়ন্ত সিং বন্দুক ফেলে হাত উপরে উঠিয়ে দারিয়ে যান। ইন্দিরা গান্ধীর রাক্তাক্ত দেহ সেখেনে পড়েছিল নিজ বাড়িতে নিজ বিশ্বাস ঘাতক দেহরক্ষীদের হাতে আহত হয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। আহত ইন্দিরা গান্ধী কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবর সারা দেশে আগুণের মত ছড়িয়ে পড়ে, All India Institute Of Medical Science (AIIMS) হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ইন্দিরা গান্ধী কে সেই হাসপাতালের সামনে লোকের ভিড় জমতে থাকে। রাজীব গান্ধী তার পশ্চিমবঙ্গের সভা বাতিল করে দিল্লি ফিরে আসেন। বিকেলে রেডিও ও টিভিটে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সংবাদ পড়া হয়। বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার ইন্দিরা গান্ধী চির নিদ্রায় শায়িত হলেন। ইন্দিরা গান্ধীর শেষ দর্শনের জন্য জনঢল লেগেছিল। সারা দেশের মানুষের চোখে জল ছিল। সারা দেশের মানুষ কাঁদছিলেন। তখন ভারতের অতীবপ্রিয় জননেত্রি ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী কে ছাড়া ভারতের কথা তখন স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারতেন না। গান্ধী পরিবারের জন্য এটা ছিল অতিব দুঃখের অধ্যায়, রাজীব ও সনিয়া নিজেদের সামলাচ্ছিলেন। ছোট রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা বুঝতে পেরেছিলেন তাদের ঠাকুরমা আর ফিরে আসবেনা। ৩ নভেম্বর, ১৯৮৪ ইন্দিরা গান্ধীর অন্তিম যাত্রা বের হয়। ৯৪ টি দেশের প্রতিনিধি সামিল হয়েছিল এই যাত্রায়, রাজীব গান্ধী ইন্দিরা গান্ধীর মুখাগ্নি করেন। ধীরে ধীরে ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীর দেহ আগুনে পুড়ে লীন হয়ে যায়।

ইন্দিরা গান্ধী মৃত্যুর পরও অমর হয়ে আছেন তার ভারতের ১৩০ কোটি মানুষের মনে। আজও প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের তুলনা করা হয় ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ভারতের রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধী এক অমর চরিত্র।

উত্তরবঙ্গের চাবাগানের সমস্যা নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বিজেপি-র তিন নেতার

শিলিগুলি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের চা বাগানকে পাখির চোখ করতে চায় তৃণমূল-বিজেপি দু পক্ষই ঊ এখন থেকে তারা উঠেপড়ে লেগেছেঊ সোমবার উত্তরবঙ্গের চাবাগানের সমস্যার ব্যাপারে কথা বলতে সফররত রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি-র তিন নেতাঊ

গত বছর বড়দিনের আনন্দে যখন মেতে গোটা ডুয়ার্স, ঠিক তখনই শ্রমিক মালিক সমস্যার জেরে বন্ধ হয়ে যায় এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ডুয়ার্সের চ্যাংমারি চা বাগান। এর পাশাপাশি একই সমস্যার কারণে বন্ধ হয়ে যায় ডুয়ার্সেরই মুজনাই চা বাগানও। জোড়া আঘাতে কাজ হারান আন্দাজ ৮,০০০ চা শ্রমিক। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপাকে পড়লেন অন্তত ৩০,০০০ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার।

জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ব্লকের চ্যাংমারি চা বাগানে ছুটির দিন ছিল রবিবার। আচমকাই তা বদল করে সোমবার করায় বেশ কয়েকদিন ধরে বাগানে বেশ গন্ডগোল চলছিলো। এই বিবাদ গড়ায় হাতাহাতিতে। অভিযোগ, শ্রমিকদের প্রহারের মুখে পড়েন বাগানের ম্যানেজার এবং চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। এই ঘটনার জেরে বাগান বন্ধের নোটিস জারি করে বাগান ছেড়ে পালিয়ে যান কর্তৃপক্ষ বলে দাবী করেছেন শ্রমিকরা। এর পাশাপাশি এ বছর পুজোর বোনাস নিয়ে শ্রমিক-মালিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার সাইলি চা-বাগান। অন্যদিকে, বানারহাটের চামুর্চিতে বোনাসের দাবিতে ভুটানগামী সার্ক রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। জেলার দুই প্রান্তে দুই ঘটনায় রীতিমতো সরগরম চা-বলয়।

উত্তরবঙ্গের চা বাগানের ব্যাপারে রাজ্য সরকার যা করণীয় তা করছে না বলে আজ শিলিগুড়িতে রাজ্যপালকে অভিযোগ করেন মাদারিহাট এবং কালচিনির দুই বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা এবং উইলসন চাপরামারিঊ ছিলেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলার সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাঊ মনোজবাবু রাজ্যপালকে বলেন, বিধানসভার দলনেতা হিসাবে অধিবেশনে একাধিকবার চা বাগানের নানা সমস্যার কথা তুলেছেনঊ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব দেননিঊ

উল্লেখ করা যেতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে এসে একাধিকবার দাবি করেছেন, তাঁর সরকার চা বাগান নিয়ে নিরন্তর মাথা ঘামাচ্ছেঊ গত ২৪ অক্টোবর তাঁর কার্শিয়াং সফরের সময়েই খুলে যায় অম্বুটিয়া চা বাগান। বোনাস সমস্যার জেরে গত ১৫ অক্টোবর বন্ধ হয়ে যায় চা বাগানটি। বিপাকে পড়েন কয়েকশো চা শ্রমিক। শিলিগুড়িতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে অম্বুটিয়া নিয়ে সমস্যা মেটে। মালিকপক্ষ জানিয়ে দেন তাঁরা ২৫ অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিকদের চুক্তি মোতাবেক ১২ শতাংশ বোনাস দিতে রাজি। শ্রমিকেরাই তা মেনে নেন। অন্য দিকে, ঠিক দীপাবলির আগে বন্ধ হয়ে যায় আলিপুরদুয়ারে তুরতুরি চা বাগান। গভীর রাতে কোনও রকম নোটিস জারি না করেই কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যান বলে অভিযোগ শ্রমিকদের।

বিশুদ্ধ জল ও বাতাসের অধিকার থাকা উচিত দেশের প্রতিটি নাগরিকের : আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): স্বচ্ছ আবহাওয়ায় শ্বাস নেওয়া এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অধিকার থাকা উচিত দেশের প্রতিটি নাগরিকের। সোমবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায়, দেশে ক্রমবর্ধমান বিপদজনক মাত্রায় পৌঁছে যাওয়া দূষণ ইস্যু উত্থাপন করে এমনই দাবি জানিয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। সাংসদ আর কে সিনহা খুব শীঘ্রই এই ইস্যুকে প্রাইভেট মেম্বার বিলের আওতায় সংসদে উত্থাপন করবেন।

সোমবার রাজ্যসভার জিরো আওয়ার চলাকালীন সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, দেশের প্রত্যেকের যখন বাক স্বাধীনতা, তথ্য জানার অধিকার এবং অন্যান্য বিষয়ের অধিকার রয়েছে, তাহলে স্বচ্ছ আবহাওয়ায় শ্বাস নেওয়া এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অধিকার কেন থাকবে না? তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন, দেশে বিকাশ এবং অন্যান্য আধুনিক কার্যক্রম কাদের জন্য এবং কী জন্য নেওয়া হচ্ছে? দেশে স্বচ্ছ বাতাস এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য এয়ার পিউরিফায়ার অথবা মাস্ক ইত্যাদি ক্রয় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতিতে যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে প্রত্যেকেই স্বচ্ছ বাতাস এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা ভোগ করতে পারেন। সাংসদ আর কে সিনহা আরও বলেছেন, খুব শীঘ্রই তিনি এই বিষয়টি প্রাইভেট সদস্য বিলের আওতায় উত্থাপন করবেন।

প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে দেশের বায়ুদূষণ উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছেঊ দিল্লি-এনসিআর-এ শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে সাধারণ মানুষের। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন, শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রথম দিনই রাজ্যসভায় এই বিষয়টি উত্থাপন করলেন সাংসদ আর কে সিনহা। রাজ্যসভায় এই ইস্যুটি উত্থাপন করার কথা ছিল অপর একজন সাংসদ কে টি এস তুলসীর। কিন্তু, সাংসদ আর কে সিনহার নাম তাঁর আগেই ছিল।

ধরনা ছাত্রছাত্রীদের

আটের পাতার পর

গোড়াপত্তন হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন সুক্তি দত্ত। তখন কলেজে হায়ার সেকেন্ডারি এবং স্নাতকস্তরের পাঠদালন হত। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে সুক্তি দত্তের আমলেই কলেজটি প্রভিনশিয়েলাইজড হয়। ২৫ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে কলেজ প্রতিষ্ঠিত করে অবসর নেন সুক্তি দত্ত। কিন্তু ২৫ বছরে প্রতিদানে কোনও সুবিধা পাননি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ দত্ত।

কুন্নুর এলাকা

আটের পাতার পর

তার পরেই হড়পা বান নামে মেট্টুপালায়াম হাইওয়েতে। খেলনা গাড়ির মতো ভেসে যায় দু'টি চারচাকা গাড়ি, ১৬টি মোটরবাইক এবং একটি অটোরিক্সা। একটি আবাসনের নীচে পার্ক করা ছিল সেগুলি। বন্যার তোড়ে জল ঢুকে যায় দোকানে, বাড়িতে। সূত্রের খবর, এখনও কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কুন্নুরে। ভেঙে গেছে সব রেকর্ড। ধসের জন্য নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় গাড়ি নিয়ে পথে না বেরোতে অনুরোধ করা হয়েছে শহরবাসীকে। বেশিরভাগ যানবাহনই ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোঠাগিরি দিয়ে।

এখন শিক্ষক

আটের পাতার পর

তার এই সাফল্যে উত্তর জেলার পুলিশ মহলে খুশির হাওয়া বইছে। থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার থেকে শুরু করে সমস্ত পুলিশকর্মী তার এই সাফল্যের জন্য বাহবা দিচ্ছেন।সত্যি রাজ্য পুলিশের মুখ উজ্জ্বল করেছে প্রিয়তোষ। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জেরেই সে সাফল্যের মুখ দেখেছে। পুলিশের মত এত ব্যস্ততম ডিউটি করে পড়াশোনা করা মোটেও সহজ নয়। প্রিয়তোষ এর আগে কাঞ্চনপুর থানায় কর্মরত ছিল। সে এখন নতুন স্বপ্ন দেখছে তবে মনে রয়েছে তার দুঃখ,ছাড়তে হবে পুলিশের বরদি ধরতে হবে কলম। আগে পুলিশ হিসাবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দায়িত্ব ছিলো কাঁদে। আর এখন সমাজ গড়া অর্থাৎ আগামীর ভবিষ্যৎ ছাত্রদের গড়ার কাজ করবে সে। প্রিয়তোষের মত যুবকরা প্রকৃত রুল মডেল। তার এই সাফল্য দেখে বর্তমান যুব প্রজন্মের মনে যাতে আশার সঞ্চার হয় সেই কামনাই করছে সবাই।

দিল্লীতে কৃষি প্রশিক্ষণে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ২৫ জন কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর ।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উত্তর ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে জেলার ২৫ জন কৃষককে ১৫ নভেম্বর থেকে ১০ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য দিল্লী পাঠানো হয়েছে। দিল্লীর আই এ আর আই-এ অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ চলবে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে আধুনিক প্রযুক্তিতে কিভাবে কৃষির উন্নতি সম্ভব, কোন মাটিতে কোন আবহাওয়ায় কি ধরনের ফসল ফলানো সম্ভব তা নিয়ে দেশের বিখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানীরা তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এই উপলক্ষে সম্পতি সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের হলে এক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কৃষি উপ-অধিকর্তা পরীক্ষিৎ রায় সহ অন্যান্য কৃষি আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, এই ২৫ জন কৃষকের মধ্যে ৪ জন মহিলা কৃষক রয়েছেন।

সভা

● প্রথম পাতার পর

উপজাতিদের অন্যতম বৃহৎ ছাত্র সংগঠন নেসো-নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

সংসদ ভবন চত্বরেও একই দাবিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে নেসোর ডাকে টিএসএফ রাজ্যেরও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামল হয়েছে। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় দেখা গেল এরই বাস্তবচিত্র। কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করানো থেকে বিরত না থাকলে নেসো আরও বৃহত্তর প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে ঘিরে আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হচ্ছে অসম-সহ উত্তরপূর্ব। সোমবার থেকে শুরু হয়া সংসদের অধিবেশনে সরকার বিলটিকে রাজ্যসভায় পাশ করাতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী যার জন্য এটিকে তালিকায় নথিভুক্তও করা হয়েছে। বিলে প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা মুসলিম ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দিতে চায় সরকার। বাম গণতান্ত্রিক মঞ্চের অধীনে ১১টি রাজনৈতিক দল এসেছে।

তারাই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেছে। নর্থ ইস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ১৮ নভেম্বর একসঙ্গে উত্তরপূর্বের সবকটি রাজ্যে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হবে। বিলে প্রস্দাব করা হয়েছে, হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, শিক, বুদ্ধিস্ট, পার্সিরা বাংলাদেশ, পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে ভারতে এলে, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বরের আগে যাঁরা ভারতের এসেছেন তাঁরাই ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন।

এই মুহূর্তে রাজ্যসভায় বিজেপি তথা এনডিএ-র যা শক্তি তাতে বিলটি পাশ হয়ে যেতে পারে। লোকসভায় বিলটি আগেই পাশ হয়ে গিয়েছে। অসমের অর্থমন্ত্রী তথা নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যানায়েন্সের নেতা হিন্ত বিশ্বশর্মা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির আপত্তির দিকে নজর দেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

আদালত

● প্রথম পাতার পর

সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু, দায়রা আদালত ও ত্রিপুরা হাইকোর্ট ওই বক্তব্য খারিজ করে দিয়েছিল। তাই এখন পুনরায় রিট পিটিশন জমা দিয়েছেন বাদল চৌধুরীর আইনজীবী। এতে বলা হয়েছে, বাদল চৌধুরীর মামলা ফৌজদারি মামলার অধীনে পড়ে না, জানান অ্যাডভোকেট জেনারেল। তিনি বলেন, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ বাদল চৌধুরীর আইনজীবীর বক্তব্য শুনেছেন। আগামী ২৬ নভেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে বেঞ্চ। ওইদিন উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনবে আদালত। তিনি জানিয়েছেন, ওইদিন আদালতে মামলার সমস্ত রেকর্ড আনতে বলেছে আদালত।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে পূর্ত কেলেঙ্কারির সঙ্গে বিভাগীয় প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরী এবং প্রাক্তন পূর্তকর্তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাদের আদালত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। তবে শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাদল চৌধুরী বর্তমানে জিবি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন।

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

২০১৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ধর্মনগরের বাঘন এলাকায় আমিনুল ইসলাম সহ তিনজন বাইকে করে যাচ্ছিল। তখন অভিযুক্তরা সংঘবদ্ধভাবে তাদের উপর হামলা চালায়। নগদ টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হয়। হামলায় গুরুতর আহত হয় আমিনুল। তাকে প্রথমে ধর্মনগর হাসপাতালে এবং পরে বহিঃরাজ্যে পাঠানো হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এরপর মামলা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করে। তদন্তকারী অফিসার আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া। শেষে সোমবার বিচারক এই মামলার রায় ঘোষণা করেন।

বিধায়কদের

● প্রথম পাতার পর

প্রতিমা ভৌমিক জানিয়েছেন, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনী বিল পেশ হতে পারে। তাই, রাজ্যের তিনি জনজাতি বিধায়কদের নিয়ে কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে এডিসি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। পৃথক টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার প্রত্যাশা জানিয়েছি। তিনি বলেন, আগামীকাল সকালে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এডিসির অধীক ক্ষমতায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

ছাত্রী

● প্রথম পাতার পর

আসেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় জিবি ফাঁড়ি ও পূর্ব আগরতলা থানায়। খবর পেয়ে জিবি ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।

পুলিশ ওই আত্মহত্যার ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। তবে, আত্মহত্যার পেছনে কী কারণ রয়েছে তা-ও খুঁজে বের করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, একমাত্র সন্তানের আত্মহত্যায় বাবা-মা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।

এটিএম

● প্রথম পাতার পর

অপরাধীদের ধরা খুব কঠিন কাজ বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেন, ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ক্ষেত্রে কোনও গ্রাহক যদি অটিপি কাউকে না দিয়ে থাকেন, তা-হলে তার খোয়ানো সমস্ত টাকা ব্যাঙ্ক ফেরত দিতে বাধ্য। আরবিআই-এর নির্দেশিকায় এমনটাই বলা আছে।

এ-বিষয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার দিব্যেন্দু চৌধুরী বলেন, কারোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে টাকা চুরি করা হলে ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আবেদন জানালে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে। তবে, ত্রিপুরাবাসীর মন থেকে ভয় দূর হচ্ছে না।

অমরপুরে

● প্রথম পাতার পর

প্রাথমিক চিকিৎসার পর সঙ্গে সঙ্গে রেফার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে। অল্প বিস্তর আঘাত পায় রিক্সা চালক। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান মোটর চালিত রিক্সার গতিবেগ বেশি থাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

ইডেনে প্রথম গোলাপি বলে দিনরাতের টেস্টই বড় পরীক্ষা, বলছেন সৌরভ

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত দিয়েই ইডেনে গোলাপি বলে ঐতিহাসিক দিনরাতের টেস্টের টিকিট বন্টন শুরু হল রবিবার।এ দিন সিএবি-তে হাজির হওয়া ১২ জন খুদে ক্রিকেটপ্রেমীর হাতে এই ম্যাচের টিকিট তুলে দেন সৌরভ। যে টিকিটেও রয়েছে গোলাপি আভা। যা শনিবারেই এসেছে সিএবিতে। একই সঙ্গে রবিবার থেকেই ইডেনের কাউন্টার থেকে অনলাইনের টিকিট দেওয়াও শুরু হয়েছে। বাচ্চাদের হাতে টিকিট তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ইডেন টেস্টের পিচও খতিয়ে দেখে যান সৌরভ। ইডেনের পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মুখ্য পিচ কিউরেটর আশিস ভৌমিককে নিয়ে পিচ পরিদর্শন করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন সিএবির যুগ্ম সচিবও। পিচের সামনে বসে হাত দিয়ে টিপে পিচ সরেজমিনে পরীক্ষা করেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট। পরে বলেন, ‘‘সব কিছু ঠিকঠাকই এগোচ্ছে।’’ যোগ করেন, ‘‘সারা জীবন যে কাজই করেছি, সেখানে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।’’সিএবি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই অনলাইনে ৪২ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ফলে টিকিটের জন্য পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হাহাকার। এ দিন দুপুরেও টিকিটের সন্ধানে ইডেনে এসে জনা কয়েক ক্রিকেটপ্রেমী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, সে ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘‘ক্রিকেটপ্রেমীদের কথা ভেবে খারাপ লাগছে। কিন্তু টিকিট যদি বিক্রি হয়ে যায়, তা হলে তো আসন সংখ্যা বাড়ানো যাবে না!’’ যোগ করেন, ‘‘টেস্ট শুরুর আগেই প্রথম তিন দিনের টিকিট সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। শুনে ভালই লাগছে।’’
সৌরভ সিএবি প্রেসিডেন্ট থাকার সময়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজন করেছে ইডেন। এখানেই হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল। এ বার তিনি যখন বোর্ড প্রেসিডেন্ট, তখন গোলাপি বলে উপমহাদেশের প্রথম দিনরাতের টেস্ট ম্যাচ ইডেনে। এ প্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, ‘‘এ বারের ইডেন টেস্ট একটা বড় পরীক্ষা। কারণ, এটা উপমহাদেশের প্রথম গোলাপি বলে দিনরাতের টেস্ট।’’ যোগ করেছেন, ‘‘কোনও একটা জায়গা থেকে তো শুরু করতেইহবে। টেস্ট ক্রিকেটকে পুনরুজ্জীবিত করতে এই পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। গোটা বিশ্বেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভারতে ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনা সব চেয়ে বেশি। ফলে এই পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।’’বরং সৌরভ বেশি আনন্দিত হচ্ছেন এটা ভেবে যে, দিনরাতের টেস্টে ইডেনের ভরা গ্যালারি দেখে খুশি হবেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তিনি বলেছেন, ‘‘বিরাট অনেক উঁচু মানের ক্রিকেটার। ফলে ভরা স্টেডিয়ামে ও ক্রিকেট খেলবে সেটাই তো প্রত্যাশিত। আমার বিশ্বাস, প্রথম দিন দর্শকে ঠাসা ইডেনে ও যখন মাঠে নামবে খেলতে, তখন এই পরিবেশ দেখে আনন্দ পাবে। এই পরিবেশের মাধুর্যই আলাদা।’’ইনদওরে প্রথম টেস্টের নায়ক মায়াঙ্ক আগরওয়ালের প্রশংসা করে সৌরভ বলেন, ‘‘ভাল মানের ক্রিকেটার। অতীতে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভাল খেলেছে। আগামী দিনে আরও ভাল খেলবে।’’ যোগ করেন, ‘‘টেস্টে গত দু’তিন বছর ধরে দুর্দান্ত খেলছে ভারত। দরকার বিশ্ব পর্যায়ের ট্রফি জয়। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যেতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে।’’

ম্যাচে ২৭ গোলে দল হারায় চাকরি খোয়ালেন কোচ

মিলান, ১৮ নভেম্বর : একটি ম্যাচে ২৭টি গোল। প্রতিপক্ষকে ২৭-০ গোলে হারানোর পর চাকরি গেল ইতালির এক যুব ফুটবল দলের কোচের। দলের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ম্যাচের শেষে কোচকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন।ইনভিকতাসাউরোর অনূর্ধ-১৮ ফুটবল দলের ম্যাচ ছিল মারিনা ক্লাসিওর যুব দলের বিরুদ্ধে। ম্যাচ শুরুর আগে চোট আঘাতে জর্জরিত ছিল মারিনা ক্লাসিও। চোট পাওয়া ফুটবলারদের তালিকায় ছিলেন তাদের গোলকিপারও। বাধ্য হয়ে একজন আউট ফিল্ডারকে ম্যাচে গোলকিপার হিসাবে ব্যবহার করে তারা। স্বাভাবিকভাবেই অনভিজ্ঞ গোলকিপার গোলরক্ষায় রীতিমতো অসহায় ছিলেন। সেই সুযোগটাই কাজে লাগায় ইনভিকতাসাউরো। তাদের দু’’জন ফুটবলার ৬টি করে গোল করেন। একজনের ব্যক্তিগত গোল সংখ্যা ৭টি। লিগ টেবিলের একেবারে নীচের দিকে থাকা মারিনা ক্লাসিওকে শেষমেশ ২৭-০ গোলে পরাজিত করে ইনভিকতাসাউরো।ম্যাচের শেষে মারিনা ক্লাসিওর স্পোর্টিং ডিরেক্টর তিবেরিও প্রাতেসি টুর্নামেন্ট কমিটির কাছে সরকারিভাবে অভিযোগ দায়ের করেন ম্যাচে তাঁর দলের সঙ্গে অসম্মানজনক ব্যবহারের। যদিও অভিযোগের ভিত্তিতে ইনভিকতাসাউরোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। কেননা ইনভিকতাসাউরো ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পাওলো ব্রোগেলি নিজে ম্যাচের ফলাফল

ক্যালিফোর্নিয়ায় ফুটবল ম্যাচ পার্টিতে বন্দুকবাজের হামলায় মৃত্যু ৪ জনের, গুলিবিদ্ধ ৬ জন

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৮ নভেম্বর (হি.স.): ঘরোয়া ফুটবল ম্যাচ পার্টিতে বন্দুকবাজের হামলাঊ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রেস্নো শহরে, ফুটবল ম্যাচ পার্টি চলাকালীন আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু হল ৪ জনেরঊ এছাড়াও কমপক্ষে ৬ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেনঊ রবিবার রাতে ফ্রেস্নো শহরে, একটি বাড়ির পিছনে ফুটবল ম্যাট পার্টি চলছিলঊ সেই সময় আততায়ী হানা দেয় এবং কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাথাড়ি গুলি চালায়ঊ গুলিবিদ্ধ হন ১০ জন, তাঁদের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ
ফ্রেস্নো পুলিশ লেফটেন্যান্ট বিল ডুলেই জানিয়েছেন, রাত আটটা নাগাদ গুলির শব্দ শোনা মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশঊ অ্যাম্বুল্যান্সে করে প্রত্যেককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ কিন্তু, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৫-৩০ বছর বয়সি ৪ জন যুবকেরঊ বাকি ৬ জন হাসপাতালে চিকিতাধীনঊ পুলিশ সূত্রের খবর, ফুটবল ম্যাচ পার্টিতে কমপক্ষে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।
প্রাথমিক তদন্তের পর তদন্তকারী জানতে পেরেছেন, আততায়ীর সঙ্গে ওই পরিবারের কোনও পূর্ব সম্পর্ক নেই

ফের বিতর্কে বাংলাদেশি ক্রিকেটার শাহাদাত হোসেন, সতীর্থ ক্রিকেটারকে মারধরের অভিযোগ

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : বিতর্ক পিছুই ছাড়ছে না বাংলাদেশি ক্রিকেটার শাহাদাত হোসেনের। নাবালিকা পরিচারিকাকে নিগ্রহের পর এবার সতীর্থ ক্রিকেটারকে মারধরের অভিযোগ উঠল। সম্প্রতি ঘরোয়া ক্রিকেটের একটি ম্যাচে সতীর্থ আরাফত সানিকে মাঠের মধ্যেই মারধরের অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশের ফাস্ট বোলারের বিরুদ্ধে। ঘটনায় শাহাদাতকে সাসপেন্ড করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। ফলে জাতীয় ক্রিকেট লিগের কোনও ম্যাচেই খেলতে পারবেন না ক্রিকেটার। বিসিবির (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) কোড অফ কনডাক্ট অনুযায়ী, লেভেল ৪ অপরাধে অভিযুক্ত শাহাদাতকে এক বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠানো হতে পারে।
জানা গিয়েছে, খুলনার আবু নাসের স্টেডিয়ামে ঢাকা বনাম খুলনার ম্যাচে দলের সতীর্থ আরাফত সানির সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন শাহাদাত। জনৈক ক্রীড়া ওয়েবসাইটের রিপোর্ট অনুযায়ী, এক বছরের নির্বাসনের পাশাপাশি বাংলাদেশের মুদ্রায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে শাহাদাতকে। ম্যাচ রেফারি আখতার আহমেদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে ক্রিকেটারকে। জানা গিয়েছে, খেলা চলাকালীনই সতীর্থের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে ক্ষান্ত হননি শাহাদাত। সানিকে লাথিও মারেন তিনি। এতেই বিসিবির কোড অফ কনডাক্ট অনুযায়ী, লেভেল ৪ অপরাধ করেছেন অভিযুক্ত।
উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে ১ বছরের কিশোরী পরিচারিকাকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগে হাজতবাসও হয়েছিল ক্রিকেটারের। তখন সব ফর্ম্যাটের ক্রিকেট থেকে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু পরে মানবতার খাতিরে তাঁর নির্বাসন তুলে নেয় বিসিবি এবং তাঁকে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার অনুমতি দেয়। যদিও একবছর পরে প্রমাণাভাবে ৩৩ বছর বয়সী ক্রিকেটারকে খালাস করে আদালত।

বিশ্বকাপ ফাইনালে সেঞ্চুরি ফস্কানো নিয়ে বিস্ফোরক গৌতম গম্ভীর

মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে ভাল নয়, তা দেশের ক্রিকেট খুব ভালই জানে। ভারতের প্রাক্তন ওপেনার গৌতম গম্ভীর আগেও বহুবার আক্রমণ করেছেন ধোনিকে, এ বারও এক সাক্ষাৎকারে তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ককে। ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে সেঞ্চুরি হাতছাড়া করার জন্য গম্ভীর তুলোধনা করেছেন মাহিকে শ্রীলঙ্কার ২৭৪ রান তাড়া করতে নেমে এক সময়ে ভারত বীরেন্দ্র সহবাগ ও সচিন তেন্ডুলকরের উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায়। স্কোর বোর্ডে ভারতের রান তখন ৩১। সেই সময়ে ব্যাট করতে নামেন গম্ভীর। ধোনিও ব্যাটিং অর্ডারে নিজেকে উপরের দিকে তুলে আনেন। মাহির সঙ্গে পার্টনারশিপে ১০৯ রান জোড়েন গম্ভীর।৪২ ওভারে থিসারা পেরেরাকে চালাতে গিয়ে ৯৭ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। সে দিন কেন সেঞ্চুরি হাতছাড়া করতে হয়েছিল? বহুবার তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। গম্ভীর অবশেষে কারণ জানালেন। বললেন, ‘‘৯৭ রানে ব্যাট করার সময়ে কী হয়েছিল, বহুবার এই প্রশ্নটা আমাকে করা হয়েছিল। ৯৭ রানে পৌঁছনোর আগে ব্যক্তিগত রান নিয়ে আমি মাথাই ঘামাইনি। শ্রীলঙ্কার রান তাড়া করা কী ভাবে সম্ভব, তা নিয়েই চিন্তাভাবনা করছিলাম। একটা ওভারের পরে ধোনি এগিয়ে এসে আমাকে বলল, আর তিন রান করতে পারলেই তুমি সেঞ্চুরি করে ফেলবে।’’
গম্ভীরের দাবি, মাহির সেই কথা শোনার পরে তাঁর ফোকাস নড়ে যায়। ব্যক্তিগত রান নিয়ে সচেতন হয়ে পড়েন। সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেন, ‘‘যখনই ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স, ব্যক্তিগত স্কোর নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা করা হয়, তখনই রক্তের গতি বেড়ে যায়। আগে শ্রীলঙ্কার টার্গেট নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলাম। সেটা নিয়েই যদি ভাবনাচিন্তা করতাম, তা হলে হয়তো সেঞ্চুরি করেই ফিরতাম।’’
গম্ভীর আউট হয়ে গেলেও অবশ্য বিশ্বকাপ জিততে সমস্যা হয়নি ভারতের। নুয়ান কুলশেখরাকে গ্যালারিতে ফেলে ধোনি বিশ্বকাপ এনে দেন ২৮ বছর পরে। গম্ভীর বলেন, ‘‘৯৭ রানে ব্যাট করার সময়ে আমি বর্তমানেই ছিলাম। যেই মাথায় ঢুকে গেল, আর তিন রান করতে পারলেই সেঞ্চুরি পেয়ে যাব, তখনই আমার ফোকাস নড়ে যায়। সেঞ্চুরি করার তাগিদ অনুভব করতে শুরু করে দিলাম।’’
গম্ভীরের দাবি, আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরার সময়ে নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘‘বর্তমানে থাকাটা খুবই জরুরি। আউট হয়ে যখন প্যাভিলিয়নে ফিরছিলাম, তখন নিজের মনেই কথা বলছিলাম। বলছিলাম, এই তিন রান সারা জীবন আমাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, সেটাই হয়েছে। মানুষ এখনও আমাকে প্রশ্ন করে, সে দিন কেন তিন রান করতে পারলাম না।’’মুম্বইয়ের সেই ফাইনাল হয়ে গিয়েছে আট বছর।

এটিপির খেতাব জয় করলেন গ্রীসের ‘বিস্ময় বালক’ স্টেফানোস সিৎসিপাস

লন্ডন, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : ৫০ বছরের ইতিহাসে গ্রীসের প্রথম টেনিস প্লেয়ার হিসেবে এটিপি ফাইনালসের খেতাব জয় করলেন গ্রীসের ‘বিস্ময় বালক’ স্টেফানোস সিৎসিপাস। এবার প্রথমবার এটিপির টুর্নামেন্টে নেমেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে নয়া রেকর্ডও গড়লেন তিনি।
অস্ট্রিয়ার ডমনিক থিয়েমকে হারিয়ে সোমবার লন্ডনের ও-টু এরিনায় এটিপি ফাইনালসের শিরোপা জিতলেন সোনালি চুলের মালিক। একইসঙ্গে কনিষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে এই খেতাব জয়ের নিরিখে ২০০১ লেটন হিউইটের নজির স্পর্শ করলেন সিৎসিপাস।
চলতি বছরের শুরু থেকেই চমকপ্রদ পারফরম্যান্স সঙ্গে একাধিক অঘটন ঘটিয়ে পুরুষদের ব্যাঙ্কিংয়ে টপ টিয়ারে প্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন বছর একুশের সিৎসিপাস। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে প্রবেশ করে, জোড়া এটিপি খেতাব জিতে র‍্যাংকিংয়ে অষ্টমস্থানে নিজেকে তুলে আনেন তিনি। একইসঙ্গে গ্রীসের প্রথম টেনিস প্লেয়ার হিসেবে মরশুম শেষের এই টুর্নামেন্টের যোগ্যতা অর্জন করে নেন তিনি। এবার কেরিয়ারের সবচেয়ে দামী খেতাব জিতে ব্যাঙ্কিংয়ে নিজের অবস্থান আরও জোরালো করার দাবি জানালেন গ্রীসের বিস্ময় বালক। তিন সেটের লড়াইয়ে এদিন সিৎসিপাসের পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-৭ (৬), ৬-২, ৭-৬ (৪)।
ও-টু এরিনায় এদিন টাইব্রেকারে প্রথম সেট খুঁইয়ে বসেন সেমিফাইনালে রজার ফেডেরারকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করা সিৎসিপাস। দ্বিতীয় সেটে দুর্দান্ত বাউন্স-ব্যাক করে থিয়েমকে পালটা চাপে ফেলে দেন বিশ্বের আট নম্বর। দ্বিতীয় সেটে ৪-০ ব্যবধানে লিড নিয়ে নেন সিৎসিপাস। শেষমেষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিশেষ সুযোগ না দিয়ে ৬-২ ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান তিনি। এরপর নির্ণায়ক তৃতীয় সেটও গড়ায় উত্তেজক টাইব্রেকারে। প্রথম সেটে টাইব্রেকারে থিয়েম বাজিমাৎ করলেও নির্ণায়ক সেট জয় করে খেতাব জিতে নিলেন সিৎসিপাস।

MEMORANDUM

Please refer to the PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-27/EE/RDAD/2019-20 Dt.31/10/2019. Due to some unavoidable circumstances the following PNIT and the concerned DNITs are here by declared as cancelled.

ICA/C/-1661-19

সকলের অঙ্গীকার - করবো না ক্ষতিকর প্লাস্টিক ব্যবহার

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala
declared as cancelled.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-07/EE-BRG/PWD/1012:22aated,12/1 1/2019

The Executive Engineer, Bishramganj Division PWD(R&B), Bishramganj invites percentage rate e-tender for the works namely:-

1. Piltaring surrounding the boundary line of proposed land for construction of District Court complex , Sepahijala District at Bishramganj during the year 2019-20,DNIe-T No.25/B/DNIe-T/EE-BRG/PWD/2019- 20,Estimated cost:- Rs/- 3,37,329/- Earnest money:- Rs/- 3,373/- Cost of Tender form Rs/- 1000/-, Time for completion:-90 days.
2. FDR/Mtc. of PMGSY road (L024) from Falgunapara to Kalaibari(L-5.030 Km) during the 2019-20/SH:-Grouting, Patch metalling and Patch carpeting, shoulder dressing etc, DNIe-T No.26/R/DNIe-T/EE-BRG/PWD/2019- 20,Estimated cost:- Rs/- 24,26,010/- Earnest money:- Rs/- 24,260/- Cost of Tender form Rs/- 1000/-, Time for completion:-180 days.

Bid documents can be seen in the website http://tripuratenders .gov.in w. e. f 13th November 2019 to December 2019 and last date of downloading, & bidding for bids is 03/12/2019 up to 3.00 pm. Submission of tenders physically is not permitted.

NOTE:- NO NEGOTIATION Witt- BE CONDI CTED WITH LOWEST BIDDER.

ICA/C/-1659-19

For details please
visit: http://tripuratenders .gov.in
For and on behalf of the Governor of Tripura

সকলের অঙ্গীকার - করবো না ক্ষতিকর প্লাস্টিক ব্যবহার

Executive Engineer Bishramganj Division,
PWD(R&B). Bishramganj
Sepahijala Tripura

এবার টি-২০ সিরিজ জয়ও নিশ্চিত করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল

গায়ানা, ১৮ নভেম্বর : একদিনের সিরিজ জয়ের পর এবার টি-২০ সিরিজ জয়ও নিশ্চিত করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের দাপট অব্যাহত। নিয়ম রক্ষার চতুর্থ টি-২০ ম্যাচেও জয় যাত্রা বজায় রাখল ভারতীয় দল। গায়ানায় বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের ৫ রানে পরাজিত করে হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোং। বৃষ্টির জন্য ৯ ওভার প্রতি ইনিংসে কমে দাঁড়ানো ম্যাচে টস জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৫০ রান তোলে হরমনপ্রীতরা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৯ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ৪৫ রানে আটকে যায়। ভারতের হয়ে এক মাত্র দু’’অঙ্কের রান পূজা বস্ত্রকারের। তিনি ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৮ বলে ১০ রান করেন। স্মৃতি মন্ধনাকে এই ম্যাচে বিশ্রাম দেয় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। শেফালি বর্মা ৭, জেমিমা রডরিগেজ ৬, বেদা কৃষ্ণমূর্তি ৫, হরমনপ্রীত কউর ৬, দীপ্তি শর্মা ৪ ও হার্লিন দেওল শূন্য রানে আউট হন। তানিয়া ভাটিয়া ৮ ও অনূজা পাতিল ২ রানে অপরাজিত থাকেন।
হেইলি ম্যাথিউজ ২ ওভারে ১৩ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট দখল করেন। আফি ফ্লেচার ২ ওভারে মাত্র ২ রান খরচ করে ২টি উইকেট তুলে নেন। শেনেতা গ্রিমন্ড ১০ রানের বিনিময়ে ২টি উইকেট নেন। শেষ ওভারে জয়ের জন্য ১৩ রান দরকার ছিল ক্যারিবিয়ানদের।অনুজার বলে ২টি উইকেট হারিয়ে ৭ রানের বেশি তুলতে পারেনি তারা। দীপ্তি শর্মা ও রাধা যাদব উভয়েই ৮ রানের বিনিময়ে ১টি করে উইকেট দখল করেন। অনূজা পাতিল ৮ রানে ২টি উইকেট নেন। ম্যাচ হারলেও ম্যাচের সেরা হয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাথিউজ। এই জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচের সিরিজে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ জিতল আফগানিস্তান

লখনউ, ১৮ নভেম্বর: একদিনের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছ থেকে টি-২০ সিরিজ ছিনিয়ে নিল আফগানিস্তান। ক্যারিবিয়ানদের তৃতীয় টি-২০ ম্যাচে হারানোর সুবাদে ২-১ ব্যবধানে সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে তিন ম্যাচের সিরিজের দখল নিল আফগানরা। লখনউয়ের অটল বিহারী বাজপেয়ী স্টেডিয়ামে সিরিজের শেষ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় আফগানিস্তান। লখনউয়ের অটল বিহারী বাজপেয়ী স্টেডিয়ামে সিরিজের শেষ ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় আফগানিস্তান।নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৫৬ রান তোলে রশিদ খানরা। নবাগত উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান রহমানুল্লাহ গুরবাজ অনবদ্য হাফ-সেঞ্চুরি করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৭ রানের বেশি তুলতে পারেনি। ব্যর্থ হয় শাই হোপের হাফ- সেঞ্চুরি।আফগানিস্তান ২৯ রানের ব্যবধানে জিতে যায় ম্যাচ। বল হাতে আফগানদের জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন আর এক নবাগত পেসার নবীন-উল-হক। আফগানিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৯ রান করেন রহমানুল্লাহ। এটিই তাঁর টি-২০ তথা আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস।৫২ বলের আগ্রাসী ইনিংসে তিনি ৬টি চার ও ৫টি ছক্কা মারেন। এছাড়া আসগর আফগান ২৪, মহম্মদ নবি ১৫ ও নাজিবুল্লাহ জাদরান ১৪ রানের যোগদান রাখেন। শেলডন কটরেল, কেসরিক উইলিয়ামস ও কীমো পল ২টি করে উইকেট দখল করেন। ১টি উইকেট নেন ক্যাপ্টেন পোলার্ড।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 19 November, 2019, Tuesday আগরতলা ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সিয়াচেনে আচমকা তুষার-ধসে নিখোঁজ বেশ কয়েকজন সেনা চলছে উদ্ধারকাজ

সিয়াচেন, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : সিয়াচেনে ভয়াবহ তুষার-ধস উ সোমবার দুপুরে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৮,০০০ ফুট উচ্চতায় নর্দান গ্লেসিয়ারে এই দুর্ঘটনায় ধসের নিচে আটকে পড়েছেন ভারতীয় সেনার একটি দল। জোর কদমে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ শুরু করেছে সেনাবাহিনী।

সোমবার বিকেল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৮ হাজার ফুট উচ্চতায় হিমবাহের উত্তরাংশে তুষার ধস হয়। এই তুষার ধসে সেনা ক্যাম্পের বেশ কিছুটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বরফের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছেন বেশ কিছু জওয়ান। প্রাথমিক খবরে জানা গেছে, এদিন দুপুরে সিয়াচেনের ১৮,০০০ ফুট উচ্চতায় নর্দান গ্লেসিয়ারে টহলদারিতে মোতায়েন ছিল ছিলেন জওয়ানদের আটজনের একটি টহলদারি দল। দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ হঠাত সিয়াচেনের উত্তর প্রান্তে ধস নামে। আচমকা এই ধসে আটকে পড়েন ওই টহলদারি দলের জোয়ানরা উ

খবর পেয়েই উদ্ধারকারী দল রওনা দিয়েছে সিয়াচেনে। সেখানে উপস্থিত অন্য জওয়ানরা ইতিমধ্যেই উদ্ধারের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। জোর কদমে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। তবে ক'জন জওয়ান এই বিপর্যয়ের কবলে পড়েছেন সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। সেই সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কাউকে উদ্ধার করা গিয়েছে কিনা সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ভারতীয় সেনার এক উচ্চপদস্থ অফিসার জানিয়েছেন, "জওয়ানরা প্রত্যেক দিনের মতোই টহলদারির কাজে গিয়েছিলেন। সেই সময় ১৮ হাজার থেকে ১৯ হাজার ফুট উচ্চতার মধ্যে তুষার ধসের কবলে পড়ে বরফের মধ্যে আটকে পড়েন তাঁরা। তাঁদের উদ্ধার করে আনার জন্য এক বড় উদ্ধারকারী দলকে সেখানে পাঠানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সবাইকেই উদ্ধার করে আনা সম্ভব হবে।"

কারাকোরাম রেঞ্জের এই অঞ্চলকেই বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র বলে ধরা হয়। তুষারধস, পাথরধস এখানকার নিত্যনৈমিত্যিক ঘটনা। শীতকালে তাপমাত্রা মাইনাস ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যায়। এই প্রবল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যেই ভারতীয় জওয়ানরা দেশের সীমান্ত রক্ষার জন্য মোতায়েন আছেন। ওই অফিসার আরও জানিয়েছেন , সিয়াচেনে কর্তব্যরত জওয়ানরা এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হয় তা তাঁদের ভালভাবেই জানা আছে।

সোমবার আগরতলায় দুর্গবাড়িতে আয়োজিত হয় কাকতায়োনি পূজার। ছবি- নিজস্ব।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রতিদ্বন্দ্বী নয় দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছে : মোদী

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সাফল্যের জন্য জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং আঞ্চলিক প্রত্যাশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, দেশ ও রাজ্যের উন্নয়ন একে অপরের সাথে জড়িয়ে রয়েছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, দেশের উন্নয়নর যাত্রায় সমানভাগীদার। সোমবার রাজ্যসভার ২৫০তম অধিবেশন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ আলোচনায় অংশ নেওয়ার সময় তিনি বলেন, রাজ্যসভা উচ্চসভা হিসাবে নজরদারি এবং ভারসাম্য হিসাবে কাজ করে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করার প্রবণতা কোনও ভাবেই উপযুক্ত নয়।

সংসদের নিম্নকক্ষ (লোকসভা) এবং উচ্চকক্ষের (রাজ্যসভা) তুলনা করে মোদী বলেন, লোকসভা নিম্নকক্ষ হিসাবে জমির বাস্তবতার সঙ্গে জড়িত, অথচ উচ্চকক্ষ হওয়ার কারণে রাজ্যসভার দৃষ্টি ব্যাপক ও পাখির মত রয়েছে। রাজ্যসভার দূরদর্শিতা অর্থাৎ সংসদে আইনসভার সার্থক রূপ সম্পন্ন করতে খুব সহায়ক হয়। প্রধানমন্ত্রী তিন তালাক বিষয়ক বিল ও সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ করণের বিষয়ে রাজ্যসভার ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, পরিবর্তনের সময়ের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে এই আইনসভা করেছে। রাজ্যসভায় ক্ষমতাসীনদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ অপসারণের প্রসঙ্গে রাজ্যসভা নেতৃত্ব দিয়েছিল। মোদী বলেছিলেন যে ভারতীয় সংবিধানে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ করণের উদ্যোগও রাজ্যসভায় হয়েছিল এবং এটি একটি খুশির কাকতালীয় বিষয় যে দশক পরে দশক এই অনুচ্ছেদ অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছিল। দরিদ্র জনগণকে রিজার্ভেশন বিলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংরক্ষণের বিষয়টি প্রায়শই বিতর্ক ও উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু এই কক্ষ যখন এই বিষয়ে আইন করার উদ্যোগ নিয়েছিল তখন দেশে কিছুটা উত্তেজনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তবে বিতর্ক হয়নি। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজ্যসভায় আলোচনা থেকে তাঁকে অনেক কিছু শেখার ও বোঝার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। লোকসভা যে বিষয়গুলি তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না তা রাজ্যসভা এবং সংসদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং তাদের সুবিধা পায়। সরকারকে আটকে দেওয়ার বিষয়ে রাজ্যসভার ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, সংসদীয় যাত্রায় শুরুর দিকে বিরোধী দলগুলির খুব কম উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও, এই কক্ষে সরকারের নিরাঙ্কুসতার ওপর বাধা তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যসভাকে দীর্ঘজীবী হিসাবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, স্থিতিশীলতা এবং বৈচিত্র্য এই কক্ষের বৈশিষ্ট্য। এই কক্ষ কখনও ভেঙে যায় না। একই সময়ে, রাজ্যগুলির বার্তা এই কক্ষে উচ্চস্বরে প্রতিধ্বনিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্নস্তরে জীবনের অনেক বিশেষ ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন, তবে নির্বাচনী আঙ্গিনায় তাদের পক্ষে জয়লাভ সম্ভব নয়। শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও ক্রীড়া বিশিষ্ট খ্যাতিমান ব্যক্তিরা এখানে পৌঁছে সংসদীয় কার্যক্রম সমৃদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজ্যসভায় সংবিধানের স্রষ্টা ডাঃ বি আর আম্বেদকের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। কংগ্রেসের নাম না নিয়ে মোদী বলেন, ডঃ আম্বেদকর কিছু কারণে লোকসভায় পৌঁছাতে পারেননি, কিন্তু রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে তিনি সংসদীয় জীবনে অবদান রেখেছিলেন। নিজের বক্তব্যে মোদী রাজ্যসভার প্রথম চেয়ারম্যান সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সংসদীয় জীবনে রাজ্যসভাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। সংসদীয় পদ্ধতির প্রবাহ লোকসভা এবং রাজ্যসভার দুই পক্ষের মধ্যে দিয়ে যায়। উভয় প্রান্তের দৃষ্টিকোণ সমানভাবে প্রয়োজন রয়েছে। সংসদীয় পদ্ধতির প্রবাহ লোকসভা এবং রাজ্যসভার দুই পক্ষের মধ্যে দিয়ে যায়। উভয় প্রান্তের দৃষ্টিকোণ সমানভাবে প্রয়োজন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৩ সালে রাজ্যসভার ২০০ তম অধিবেশন উপলক্ষে অটলজি বলেন, রাজ্যসভা দ্বিতীয় ঘর, তবে কেউই দ্বিতীয় স্তরের কক্ষ হিসাবে বিবেচনা করার ভুল উচিত নয়। মোদী এই বিবৃতিতে আরও বলেন, রাজ্যসভা কোনও দ্বিতীয় স্তরের কক্ষ নয়, একটি সহযোগী কক্ষ।

কুর্তি মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। রাহুল গান্ধীর কুশপুত্তলিকা দাহ করলো যুব মোর্চা। কদমতলা কুর্তি মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে সোমবার বিকালে এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। রাফাল মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সাফ জানিয়ে দেয় কোনো দুর্নীতি হয়নি। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস দল চৌকিদার চোর হে স্লোগান তুলেছিল। বিশেষ করে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের এ রায় দেওয়ার পর বিজেপি তীব্র আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। রাজধানী আগরতলা থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভায় রাহুল গান্ধীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। আজ কদমতলার বিজেপি অফিস থেকে মিছিল সহকারে যুব মোর্চার নেতাকর্মীরা কদমতলা ট্রাফিক পয়েন্টে সামনে এসে রাহুল গান্ধীর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। তার পাশাপাশি কুর্তি কদমতলা মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি তাপস চন্দ জানান জেএন ইউ ক্যাম্পাসে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি ভাংচুরের ঘটনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চৌকিদার চোর হে বলে যে শ্লোগান তুলেছিলেন তারই প্রতিবাদে আজকে রাহুল গান্ধীর কুশ পুত্তলিকা দাহ করেন যুব মোর্চার সদস্যরা। পাশাপাশি বামপন্থীদের বিরুদ্ধেও স্লোগান তুলেন যুব মোর্চার নেতা কর্মীরা।

বন্দি ফারুক আবদুল্লাকে সংসদে আসার ব্যবস্থা করার দাবীতে সরব বিরোধীরা

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ১৮ নভেম্বর।। জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপের পর ১০০ দিনের বেশি অতিক্রান্ত হলেও এখনও গৃহবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা লোকসভার সাংসদ ফারুখ আবদুল্লা। শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একজোটে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিরোধীরা। তাদের দাবি, সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে ফারুখ আবদুল্লাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাঁকে সংসদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হোক বলেও দাবি তোলা হয়।

সোমবার সকালে অধিবেশনের শুরুতেই ফারুখ আবদুল্লার অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা অধীর চৌধুরী। এদিন একজোটে হিন্দিতে বিরোধীদের উপর হামলা বন্ধ হোক, ফারুখ আবদুল্লাকে রেহাই দেওয়া হোক, স্লোগান দিতে শুরু করেন কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) এবং ডিএমকে সাংসদরা। স্লোগান দিতে দিতে সকলে ওয়েলে নেমে আসতে শুরু করলে ওম বিড়লা বলেন, সব কিছু নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত আমি। কিন্তু আগে নিজেদের আসনে ফিরে আসুন। সংসদ স্লোগান দেওয়ার জায়গা নয়। তর্ক বিতর্ক এবং আলোচনা করতেই এখানে আসা।

এর পরেও দমে যাননি বিরোধীরা। অধীর চৌধুরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের এমপি-রা যেখানে কাশ্মীরে যাওয়ার অনুমতি পেলেন, সেখানে বিরোধী নেতাদের সেখানে যেতে দেওয়া হচ্ছে না কেন? ফারুখ আবদুল্লাকে বন্দি করার সিদ্ধান্তকে নির্মম বলে উল্লেখ করেন কংগ্রেস সাংসদ শ্রীচৌধুরী। তিনি বলেন, ১০৮ দিন ধরে বন্দি ফারুখ আবদুল্লা। এটা কীধরনের নির্মমতা? অবিলম্বে ওঁকে সংসদে আনা প্রয়োজন। এটা ওঁর সাংবিধানিক অধিকার।

ফারুখ আবদুল্লাকে বন্দি করার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন ডিএমকে নেতা টিআর বালুও। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে বন্দি করা হয়েছে ফারুখ আবদুল্লাকে। অবিলম্বে এ নিয়ে হস্তক্ষেপ করুন স্পিকার। এদিকে, অধীর চৌধুরী আরও বলেন, গান্ধী পরিবার ও মনমোহন সিংয়ের এসপিজি প্রত্যাহার করা নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইপিএ সরকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এসপিজি নিরাপত্তা দিয়েছে।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত তামিলনাড়ুর কুন্নুর এলাকা

চেন্নাই, ১৮ নভেম্বর (হি. স.) : ভারী বৃষ্টির দাপটে তামিলনাড়ুর কুন্নুর এলাকা রীতিমতো বিপর্যস্ত। বড় এলাকা জুড়ে একাধিক ধস নামল দক্ষিণের নীলগিরি পাহাড়ে। হড়পা বানে ভেসে গেছে অন্তত ২০টি গাড়ি। উপড়ে গেছে বহু গাছ।

শনিবার থেকে একটানা ভারী বৃষ্টি হয়ে চলেছে কুন্নুরে। রবিবার পাহাড়ে ধস নামার খবর মেলে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুলিশ কনস্টেবল প্রিয়তোষ এখন শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। গ্রেজুয়েট শিক্ষক হিসাবে অফার এল পুলিশকর্মীর। তার নাম প্রিয়তোষ মালাকার (২৪) পিতা পরেশ মালাকার।বাড়ি কমলপুরের হালাহালি তে। এই পুলিশ কনস্টেবল বর্তমানে উত্তর জেলার কদমতলা থানায় কর্মরত। ২০১৫ সালের জুন মাসে প্রিয়তোষ রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিযুক্ত হয়। কিন্তু তার স্বপ্ন ছিল শিক্ষক হওয়ার। ছোটবেলা থেকেই সেই স্বপ্ন বুকে আগলে রেখে বড় হয়েছিল সে। পুলিশের চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর সে শত কষ্টের মধ্যেও পড়াশোনা চালিয়ে যায়। এস টি জি টি,টেট পরীক্ষায় ২০১৯ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে বসে সে। সেপ্টেম্বরের ১১তারিখ টেটের রেজাল্ট বের হয়। প্রিয়তোষ টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এরপর নভেম্বরের ৮ তারিক তার অফার আসে।রাজ্য পুলিশের এক কনস্টেবল নিজের ডিউটি সেরে শত কষ্টের মধ্যে পড়াশুনা চালিয়ে যায়।প্রিয়তোষ সাংবাদিকদের জানায় ছোটবেলার সেই ইচ্ছা আর মনের জেদের সফলতা এসেছে। সে খুব ভাগ্যবান যে রাজ্য পুলিশে তার কর্মজীবন শুরু হয়েছে। সে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে কিন্তু বর্তমানে সাধারণ শিক্ষকের অফার আসায় ছাড়তে হচ্ছে পুলিশের চাকরি। সে পুলিশ কর্মী হিসেবে গর্ববোধ করে। তবে তার স্বপ্ন ছিল শিক্ষক হওয়ার সেটা পূরণ হতে চলছে।এই কনস্টেবল আগামী দিনে টিপিএস ,টিসিএস ,নেট পরীক্ষায় বসবে।বেকার যুবকদের প্রতি এই পুলিশ কনস্টেবলের আহ্বান,চেষ্টা চালিয়ে গেলে সফলতা আসবেই।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে স্বামী মিত্রানন্দের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে চিন্ময়া মিশন ট্রাস্টের স্বামী মিত্রানন্দ এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারের সময় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরুণোদয় সাহা, চিন্ময়া মিশন ট্রাস্ট ত্রিপুরা চাপ্টারের সম্পাদক রূপজিত দাস, সভাপতি অমিত রক্ষিত সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাকালে উভয়ের মধ্যে রাজ্যের শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উল্লেখ্য যে, মুম্বাইস্থিত এই ট্রাস্ট শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেন। তিনি ত্রিপুরায়ও এ সম্পর্কিত বিষয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের আলোচনা হয়। রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারে ট্রাস্টের উদ্যোগকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী।

করিমগঞ্জের সোনাখিরায় স্বামী বিবেকানন্দ কলেজের পঠনপাঠন লাটে, প্রতিবাদে ধরনা ছাত্রছাত্রীদের

পাথারকান্দি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : পাথারকান্দির সোনাখিরায় অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ কলেজে অনিয়মিত পাঠদানের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধরনা কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্রছাত্রীরা।

পূর্ব নর্ধারিত সূচি অনুয়ায়ী সোমবার ছাত্র সংসদের উদ্যোগে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন ক্লাস না চলার প্রতিবাদে ধরনা র্মসূচি পালন করেছে কলেজের অর্ধশতাধিক ছাত্রছাত্রী। প্রতিবাদী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, সোনাখিরার এই কলেজে দূরদুরান্ত থেকে তাঁরা নিয়মিত উপস্থিত হন। অথচ নিয়মিত ক্লাশ না হওয়ায় বেজায় বিড়ম্বনায় পড়তে হয়ে তাঁদের। প্রায় প্রতিদিনই তাদের অর্ধেক ক্লাশ করে বাড়ি ফিরতে হয়। ধরনাকারীরা বলেছেন, অনিয়মিত পঠনপাঠনের জন্য পরীক্ষার রেজাল্টও খারাপ হয় তাঁদের। এর জন্য দায়ী কারা? এরই প্রতিবাদে এবং নিয়মিত পঠনপাঠনের দাবিতে আজ তারা হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে কলেজ চত্বরে বসে প্রায় দুঘণ্টা ধরনা কর্মসূচি পালন করেছেন।

কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ দেবনাথ বলেন, আসন্ন পরীক্ষা পর্যন্ত সবকটি ক্লাশ নিয়মিত চালিয়ে না গেলে পরবর্তীতে তাঁরা গণতান্ত্রিক উপায়ে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবেন। তিনি আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে দু-তিনবার অধ্যক্ষের কাছে স্মারকপত্রও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। তাই তারা বাধ্য হয়ে আজ ধরনায় বসেছেন। এটা কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই বেদনাদায়ক।

এদিকে টানা দু ঘণ্টা ধরনার পর অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে কলেজের বড়বাবু উত্তম রিকিয়াসনের হাতে তারা একটি স্মারকপত্রও তুলে দিয়েছেন। স্মারকপত্রে তাঁরা সমস্যা সমাধানের জন্য তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত ১৯৮৭ সালে করিমগঞ্জ কলেজের তদানীন্তন অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড় সুখেন্দুশেখর দত্তদের উদ্যোগে সোনাখিরায় স্বামী বিবেকানন্দ কলেজের

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্টিল স্ক্র্যাপ নীতি সংসদে সোচ্চার সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর ।। সংসদ অধিবেশনে স্টিল স্ক্র্যাপ নীতি সম্পর্কে একাধীক প্রশ্ন তুলে ধরেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রতিমা ভৌমিকের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী ধমেন্দ্র প্রধান বলেন, স্টিল স্ক্র্যাপ পূণঃচক্র নীতির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ওই নীতি অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপাদিত স্টিল স্ক্র্যাপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পূণঃ ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা হবে। ওই নীতিতে স্টিল স্ক্র্যাপ সংগ্রহ এবং তার পূণঃচক্রের সম্পূর্ণ নির্দেশিকা রয়েছে। তিনি জানান, ওই নীতিতে স্টিল স্ক্র্যাপ প্রসেসিং সেন্টার গঠনের বিষয়েও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত সরকার ওই ধরনের সেন্টার গঠন করবে না। তবে, ওই ধরনের সেন্টার গঠনে ভারত সরকার নানা ভাবে সহায়তা এবং উৎসাহ দেবে। কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রীর কথায়, স্টিল স্ক্র্যাপ বিক্রিতে কোনও অনুদান এখনও স্থির করা হয়নি। তা সম্পূর্ণই বিক্রির সময় বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, এই নীতির সাথে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রক যুক্ত রয়েছে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসন মাঠে নামল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। রাজ্যে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে মহকুমা প্রশাসন মাঠে নামল। সদরের এসডিএম স্বয়ং রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে গিয়ে পাইকারি দোকান ও খুচরো দোকানগুলিতে পেঁয়াজ, আলু সহ অন্যান্য দ্রব্যমূল্য সম্পর্কিত বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। এসডিএম জানান, পরিস্থিতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে সব ধরনের সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কোথাও বড় ধরনের কোন অসংগতি দেখা গেলে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনতে বলা হয়েছে।

শীতকালীন অধিবেশন : প্রথম দিনেই উপস্থিত মিমি, অনুপস্থিত নুসরত

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর (হি.স.) : প্রথম দিনেই লোকসভায় উপস্থিত রয়েছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। এবার প্রথমবার লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে সামিল হতে চলেছেন মিমি। আর এই স্মরণীয় মুহূর্তে যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদের সঙ্গী হয়েছেন তাঁর মা তাপসী চক্রবর্তী। তবে অসুস্থতার কারণে শীতকালীন অধিবেশনে সামিল হতে পারেননি অপর অভিনেত্রী সাংসদ নুসরত জাহান।

সোমবার থেকে সংসদের উভয় কক্ষেই শুরু হয়েছে শীতকালীন অধিবেশন। এবার প্রথমবার লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে সামিল হতে চলেছেন মিমি। আর এই স্মরণীয় মুহূর্তে যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদের সঙ্গী হয়েছেন তাঁর মা তাপসী চক্রবর্তী। এই অধিবেশনের আগে এদিন সংসদ চত্বরে মা তাপসীকে নিয়ে একটি ছবি তুলেছেন যাদবপুরের সাংসদ মিমি। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছেন তৃণমূল সাংসদ।

তবে অসুস্থতার কারণে শীতকালীন অধিবেশনে সামিল হতে পারেননি অপর অভিনেত্রী সাংসদ নুসরত জাহান।

অসুস্থতার কারনে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে মিমির সতীর্থ তথা বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ নুসরতকে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।